প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০২ ◆ ২১ - ২৭ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বাইবেল দিবস

সাধারণকালের ৩য় রবিবার

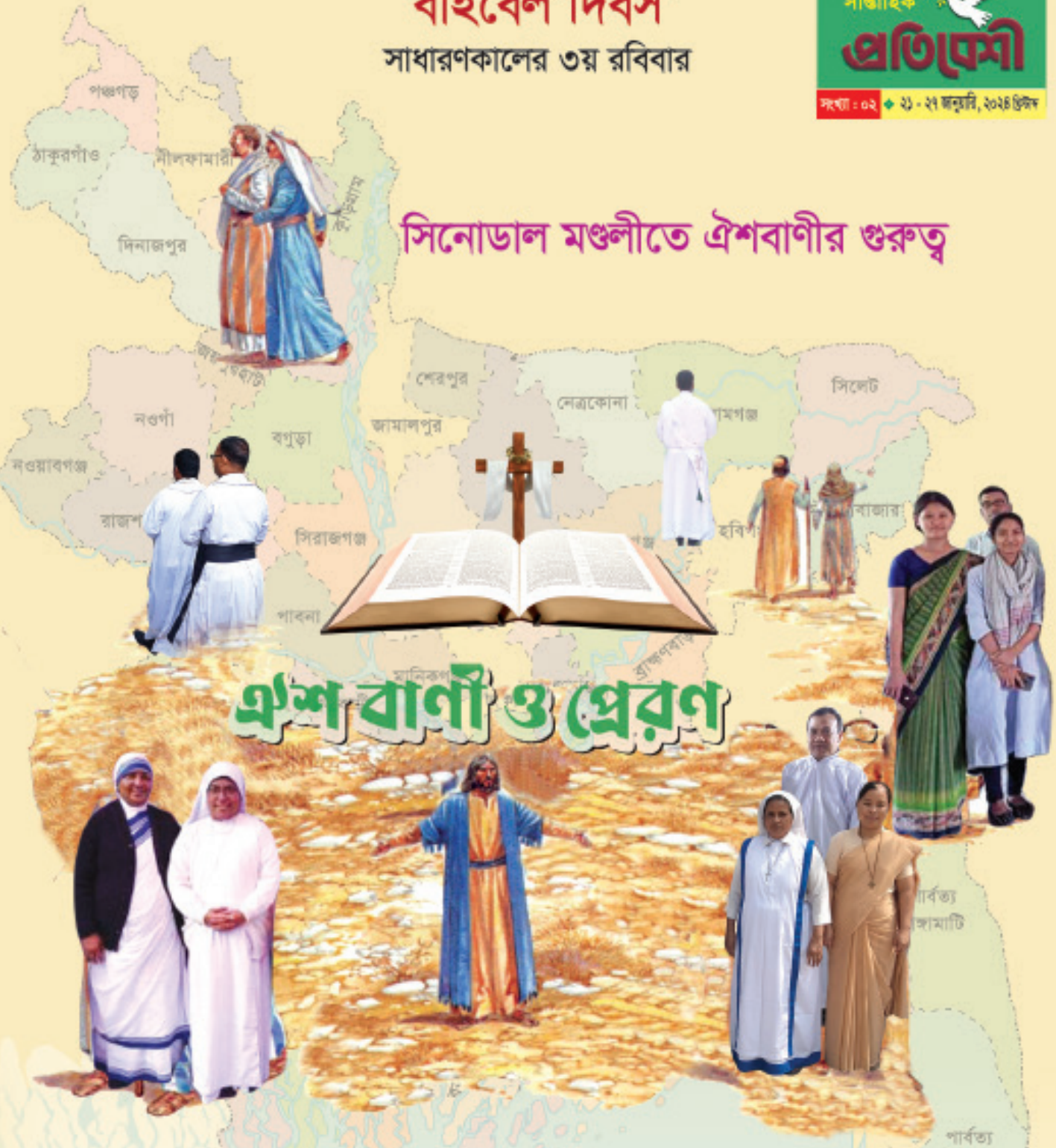

সিনোডাল মণ্ডলীতে ঐশবাণীর গুরুত্ব

ঐশবাণী ও প্রেরণ

ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: সম্ভাবনার নতুন দ্বার

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার লিটন জেরুম রোজারিও সিএসসি
জন্ম: ৬ মার্চ, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

শুকনো ফুলের মতো, হঠাৎ কেমন করে তুমি অকালে গেলে ঝরে। পার কি বলতে আমায় এ যাতনা বয়ে যাবো কতকাল ধরে? পিতার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে নীরব ধ্যানে, প্রার্থনায় ও কাজের মধ্য দিয়ে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলে। হঠাৎই দুরারোগ্যে মরণ ব্যাধি ক্যানসার তোমাকে নিয়ে গেল অনেক দূরে। এতটাই নীরব ছিলে যে নিজের ব্যাথা, যন্ত্রনা ও কষ্টের কথা করো কাছে প্রকাশ করোনি কখনও। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার জীবনের পরিপূর্ণতা দান করুক স্বর্গে আনন্দধামে এই প্রার্থনা করি।

– শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মা: মিলন আগ্নেশ রোজারিও।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০২
২১ - ২৭ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৭ - ১৩ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ঐশবাণীতে প্রদীপ্ত হয়ে বাণীপ্রচারে সক্রিয় হই

খ্রিস্টান বা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে বাইবেল ঈশ্বরের বা ঐশবাণী বলে পরিচিত বা সমাদৃত। কেননা তা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষ কর্তৃক মানুষের ভাষায় লেখা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলে প্রাক্তন ও নতুন সন্ধি নামে দু'টি অংশ থাকলেও সম্পূর্ণ বাইবেলেই ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেছেন। নতুন সন্ধিতে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলেছেন। ঈশ্বরের বাণী যিশু মানুষের সাথে মিশে গেলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্টের সাথে একাত্ম হলেন এবং জীবন দিলেন। তাই ঈশ্বরের বাণী হলো জীবনদায়ী। জীবনদায়ী ঈশ্বরের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা দেখাতে এবং মানব জীবনকে ঐশবাণীর আলোতে পরিচালিত করার প্রত্যয় নবায়ন করার লক্ষ্যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধারণকালের ৩য় রবিবার 'ঐশবাণী দিবস" বা "পবিত্র বাইবেল দিবস' পালনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী। এ বছর তা পালিত হবে ২১ জানুয়ারি 'ঐশবাণী ও প্রেরণ' বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে।

ঈশ্বর বাণীর মধ্যদিয়ে কথা বলেন। বাইবেল বা তাঁর বাণীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ন্যায় বাইবেলের বাণীরও অনেক শক্তি, অনেক ক্ষমতা। কেননা বাইবেলের বাণী যে ঈশ্বরের বাণী। বিশ্বসৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর তাঁর বাণীর মধ্যদিয়ে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সময়ের পরিক্রমায় জগতের প্রয়োজনে মানুষের সাথে দৃশ্যমানভাবে থাকতে ঈশ্বরের বাণী দেহধারণ করলেন। ঈশ্বরের বাণী মানুষের সাথে মিশে গেলেন। জগতের দুঃখ, যন্ত্রণা, অবহেলা, উদাসীনতা সব অভিজ্ঞতা করলেন। দুঃখ-যন্ত্রণায়, হতাশা-বেদনায়, রোগে-শোকে, ক্ষুধা-তেষ্টায়, অবহেলা-অবজ্ঞায় যিশু তাঁর কাজ ও জীবন দিয়ে মানুষের আশা, আনন্দ, সান্ত্বনা, সাহস, পরিত্রাণ ও মুক্তির কারণ হলেন। যিশুও কথা বা বাণীর মধ্যদিয়ে রোগগ্রস্তকে সুস্থতা ও মৃতকে জীবন দিয়ে মানুষের জীবনবাণী হয়ে ওঠেন। জীবনকে নতুন ও নবায়িত করার শক্তি নিহিত রয়েছে মঙ্গলসমাচারে। মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন হলো রূপান্তরিত জীবন। যে রূপান্তর ঘটে মন্দ থেকে ভালোতে আর অন্ধকার থেকে আলোতে।

বাইবেল দিবস আমাদেরকে আহ্বান করছে যাতে করে আমরা পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে জানতে আরো বেশি চেষ্টা করি। কাথলিকদের সে চেষ্টাটি একটু ক্ষীণ। একথা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্য যে, বেশির ভাগ কাথলিকদের মধ্যে পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে ধারণা কম। অনেকের বাড়িতে বাইবেল থাকলেও তা কদাচিৎ পড়া হয়। ঈশ্বরের কথা শুনতে ও বুঝতে চাইলে বাইবেলের বিকল্প নেই। তাই বাইবেল পাঠে যত্নশীল হতে হবে। যদি বাইবেল বা ঐশবাণী পাঠ না করি তাহলে ঈশ্বরের কথা জানবো কেমন করে? যেহেতু বাইবেল পাঠে বা ঐশবাণীর সাথে সখ্যতা গড়তে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে তাহলে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মাঝেই বাইবেলের শিক্ষা ও আলো দান করাই আমাদের অনেকের প্রেরণকর্ম হয়ে ওঠতে পারে।

খ্রিস্টেতে দীক্ষিত হয়ে প্রতিটি খ্রিস্টভক্তই ঐশবাণী প্রচারে প্রেরিত। ভক্তবিশ্বাসীর জন্য এটা হচ্ছে একটি মৌলিক দায়িত্ব, এটিকে অবহেলা করা মানে হচ্ছে বাণীকে অর্থাৎ খ্রিস্টকে তুচ্ছ, অবহেলা করা। খ্রিস্টকে তুচ্ছ করে খ্রিস্টীয় জীবন চলতে পারে না। তাই ঐশবাণীকে তুচ্ছ করেও খ্রিস্টীয় জীবন ফলপ্রসূ হতে পারে না। খ্রিস্টের সাথে সংযুক্ত থেকে তাঁর কাছ থেকে শক্তি লাভ ক'রেই একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী তার প্রচার ও প্রেরণকাজে শক্তিশালী হতে পারে। আমরা প্রেরণকর্মীসহ খ্রিস্টভক্তরা খ্রিস্ট বিহীন অনেক কাজে ব্যস্ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, খ্রিস্টকে বাদ দিয়ে আমাদের প্রেরণ কাজ শুধুমাত্র একটি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে পরিণত হয়। প্রেরণকাজে খ্রিস্টকে ও তাঁর মঙ্গলসমাচারকে প্রধান স্থানে রাখতে হবে। তাই সম্ভবপর সকল অবস্থায় আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা চেষ্টা করে যাই ঐশবাণী পাঠে ও ধ্যানে নিজেদেরকে আলোকিত করে অন্যদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠতে।

বর্তমানে প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় ডিজিটাল সংস্কৃতি অনেকাংশেই মিথ্যা, মোহ, অসত্য ও মেকি বিষয় নিয়ে আমোদিত ও আলোকিত; কিন্তু সে আলো ঐশবাণীর আলো থেকে বিচ্যুত। তাই ডিজিটাল সংস্কৃতিতে ঐশবাণীর প্রবেশ ঘটাতে হবে। দূরবর্তীস্থানে গিয়ে ঐশবাণী প্রচারকর্মী গড়ে তোলার সাথে সাথে ডিজিটাল মিশনারী গড়ে তোলার সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এখনই দরকার। যারা ঘরে বসেও বিশ্বের কাছে যিশুর মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যাপৃত থাকবে। †

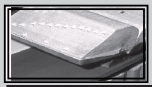

যিশু তাদের বললেন, 'আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ ধরা জেলে।' -মার্ক ১: ১৭

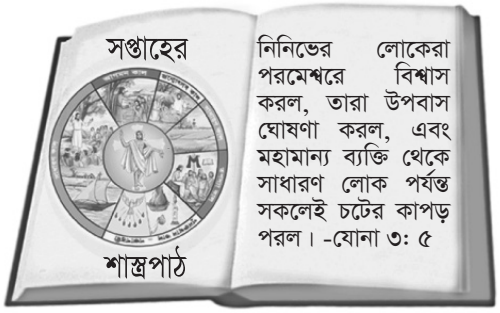

নিনিভের লোকেরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল, তারা উপবাস ঘোষণা করল, এবং মহামান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই চটের কাপড় পরল। -যোনা ৩: ৫

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ - ২৭ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২১ জানুয়ারি, রবিবার
যোনা ৩: ১-৫, ১০, সাম ২৫: ৪-৭, ৮-৯, ১ করি ৭: ২৯-৩১, মার্ক ১: ১৪-২০
(শিশুমঙ্গল রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা ও খাম বিতরন)

২২ জানুয়ারি, সোমবার
২ সামু ৫: ১-৭, ১০, সাম ৮৯: ১৯-২১, ২৪-২৫, মার্ক ৩: ২২-৩০

২৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
২ সামু ৬: ১২খ-১৫, ১৭, ১৯, সাম ২৪: ৭-১০, মার্ক ৩: ৩১-৩৫

২৪ জানুয়ারি, বুধবার
সাধু ফ্রান্সিস **দ্য** স্যালস্, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
২ সামু ৭: ৪-১৭, সাম ৮৯: ৩-৪, ২৬-২৯, মার্ক ৪: ১-২০

২৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
প্রেরিতদূত সাধু পলের মন পরিবর্তন, *পর্ব*
শিষ্য ২২: ৩-১৬ (অথবা ৯: ১-২২), সাম ১১৭: ১-২, মার্ক ১৬: ১৫-১৮, খ্রীষ্টিয় ঐক্য সপ্তাহের সমাপ্তি

২৬ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ, *স্মরণদিবস*
২ তিম ১: ১-৮ (অথবা তীত ১: ১-৫),সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ১০: ১-৯

২৭ জানুয়ারি, শনিবার
সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
২ সামু ১২: ১-৭ক, ১০-১৭, সাম ৫১: ১০-১৫, মার্ক ৪: ৩৫-৪১
বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৯৪ ফাদার জেমস সলোমন (ঢাকা)

২২ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৮১ সিস্টার তেরেজা মারি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৭ ফাদার ডমিনিকো বেল্লো এসএক্স (খুলনা)

২৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৬ ফাদার লুইজ বিগোনি পিমে (দিনাজাপুর)

২৪ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. এডেলট্রড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ ফাদার রিনাল্‌দো বের্নাক্কী এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার আর্কাঞ্জেলা রোজারিও এসসি (খুলনা)

২৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৪ ব্রাদার লুসিয়ান গোপিল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার মারিয়ানো পন্‌ৎসিনিব্বি পিমে
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী **ইম্মা**নুয়েল এসএমআরএ

২৬ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ মন্সিনিওর জর্জ ব্রিন সিএসসি
+ ২০২১ ব্রাদার লিটন যেরোম রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

২৭ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯২৮ ফাদার এমিলিও পিগোনি পিমে
+ ১৯৯৪ সিস্টার কানন ফ্লোরেন্স গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ সিস্টার বাসন্তী রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সবাইকে অভিনন্দন

নতুন বৎসর ২০২৪ এর শুরুতেই বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। দেশের ৩০০ আসনের ২৯৯ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরো জাতি এবং বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে অনেক ঘটনা, দুর্ঘটনার পর অবশেষে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর তরুণ-প্রবীণদের সমন্বয়ে টানা চতুর্থ বারের মত আগামী পাঁচ বছরের জন্য সংসদীয় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন শেখ হাসিনা।

নবগঠিত এই সংসদের ধারাবাহিকতার পথ কতটুকু সহজ হবে তা সময়ই বলে দেবে। সন্দেহ নেই, এ সংসদের সামনে আছে অনেক চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘ বন্ধুর পথ। আছে নতুন ক'রে নিজেদের দেশপ্রেমের চরিত্র্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরার বিশাল সুযোগ। তাই বলা যায়, এ নতুন সংসদ শুরু হওয়ার পর থেকেই, প্রতিটি মুহূর্তে নির্বাচিত সবাইকে ভাবতে হবে, জনগণ তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করে।

দেশকে একটি কল্যাণরাষ্ট্রে কাঠামোয় রূপ দিতে সুশাসন হল তার পূর্বশর্ত। তার জন্য পুরনো ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধ'রে নয়, যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনায় নিজেদেরকে শাণিত করতে হবে এ সময়। দেশকে 'মেরামত' বা 'সংস্কার' নয়, 'আধুনিকায়ন' করতেই সকল কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত। স্বাধীনতাত্তোর সকল সরকারের যত ভুল-ভ্রান্তি, অতীতের যত অপূর্ণতা সামনে রেখে, সামগ্রিক সরকার ব্যবস্থায় পরিশোধন ও পরিপূর্ণতা দেয়ার প্রয়াসে নির্বাচিত এই নতুন সরকারকে প্রত্যয়ী হতে হবে। বর্তমান সরকারের দায়িত্বে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় এবং আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক, বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে বর্হিবিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক দেশের মর্যাদায় উন্নীত করা যায় সেই পথেই এগুতে হবে এই নতুন সরকারকে। সংসদের এবং বাইরের সকল বিরোধীদলের সাথে প্রয়োজনে 'সংলাপ' বা আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। 'পরমত সহিষ্ণুতা' প্রদর্শন করে সরকারপক্ষ এবং সরকার-বিরোধী সবাইকে নিয়েই 'লেভেল পেয়িং ফিল্ড'-এ সমান্তরাল পথে এগিয়ে যেতে হবে। দেশ ও সকল নাগরিকের কল্যাণে হিংসা-প্রতিহিংসার, প্রতিশোধের, এবং ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের মনোবৃত্তিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে শত্রু নয়, বন্ধু এবং সতীর্থ হিসেবেই পাশে রেখে, জাতীয় স্বার্থকে সামনে অগ্রসর হতে হবে। দেশের বিরোধী পক্ষকে ও এমনটি ভাবতে হবে।

নবগঠিত সংসদ শুরু থেকেই যা করতে মনযোগী হবে:

দেশ থেকে বাইরের দেশে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে। শক্তহাতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, অসাধু ব্যবসায়ীদের এবং সকল স্তরের সিন্ডিকেটের অপতৎপরতা, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের, মৌলবাদীদের পুনরুত্থান রোধ করতে হবে। দুর্নীতির কালোবিড়ালের উল্লম্ফন থামাতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই জনদুর্ভোগ চিহ্নিত করে তা নিরসনকল্পে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক, গণমুখী এবং কর্মমুখী করতে হবে। দেশের বেকারত্বের হার কমিয়ে আনতে নতুন নতুন সুযোগের ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করতে হবে। শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেশের নারীদের শিক্ষার এবং কাজের জন্য পরিকল্পিত প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। নারী নির্যাতন রোধ করতে কঠোর হতে হবে। পুরুষের সমপর্যায় নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে শক্ত হাতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিকল্প নেই। এ ব্যাপার এই সরকার নিশ্চয় আরও মনোযোগী হবে। নিশ্চয় তারা বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ একটি দেশ গড়তে এবং বিশ্বের কাছে পরিচিত হতে সচেষ্ট হবে।

আগামীর উন্নত বাংলাদেশ:

আমাদের বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার ও স্বপ্নপূরণের মহা সোপানে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা নিশ্চিত, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবেই সামনের দুস্তর পথ অতিক্রম ক'রে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে। অচিরেই এই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। সারা বিশ্বের বিস্ময় এই বাংলাদেশ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে যাবে বিশ্বের সকল উন্নতদেশের কাতারে! বিশ্বের সকলের কাছে নতুন অবয়বে দৃশ্যমান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ!

অভিনন্দন!

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্যবৃন্দ!

- খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২৭ জানুয়ারি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু ডিডি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার কোমল খান

সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবার
১ম পাঠ : যোনা ৩: ১-৫, ১০
২য় পাঠ : ১ করি ৭: ২৯-৩১
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১: ১৪-২০

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ভক্তগণ

আজ সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবার। নির্ধারিত তিনটি শাস্ত্র পাঠ "মন-পরিবর্তন" বিষয়ক বহুল শ্রবণকৃত, ধারণকৃত ও চর্চিত মূলসুর আমাদের সামনে আরেকবার উপস্থাপন করছে। মন পরিবর্তন হল ঐশরিক আহ্বান যা সর্বদা সবার জন্য খোলা। কিন্তু জীবনে এই একই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও আমাদের উত্তর কতটুকু স্বতঃস্ফূর্ত তা নিয়ে ভাবার ও অনুধ্যান করার অতীব প্রয়োজন আছে।

আমাদের জীবনে ঈশ্বর কর্তৃক মন-পরিবর্তনের যে আহ্বান তার গভীর ও রূপান্তরকারী "প্রকৃতি" নিয়ে ধ্যান করার জন্য পাঠগুলো আমাদের যথেষ্ট রসদ যোগান দিচ্ছে। আজ পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে বর্ণিত কাহিনীতে এই ঐশরিক আহ্বানকে ধারণ করে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ, যুক্তিযুক্ত ও জীবনময়ী কারণ আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের আহ্বান অনুযায়ী জীবনকে যাপন করলে অনন্ত সুখ প্রাপ্তি অনিবার্য।

অনন্ত সুখ লাভের ব্যাকুল আকাঙ্খায় ভক্ত পবিত্র বাণীর প্রতিটি বাক্য পাঠে ও ধ্যানে প্রয়াসী হয় এবং সে অনুসারে নিজের ধর্মীয় জীবনকে লালনপালন করে। এ কথা মনে রেখে আসুন প্রথম পাঠে, আমরা প্রবক্তা যোনার মুখোমুখি হই। তিনি নিনেভের কলুষিত ও ধর্মচ্যুত জীবন-ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ঈশ্বর হতে প্রেরিত একজন যুবক নবী। সত্য বলার জন্য যোনার যে সাহস তা হল একটি শক্তিশালী অনুস্মারক বা অভিজ্ঞানঃ সত্য বলা একটি প্রেমমূলক সেবা কাজ। বর্তমানে এমন একটি বিশ্বে আমরা বাস করি যেখানে মানুষ শুধুমাত্র যেসব শব্দ, কথা ও বাক্য তাকে আনন্দ দিবে ঠিক সেই সব মুখ-নির্গত ভাল-লাগা চয়িত বাণী শুনতে পছন্দ করে। কোনমতেই, চ্যালেঞ্জিং আচরণ এবং সত্যকে মোকাবেলা করার সাহস আমাদের নেই। সত্যের মুখোমুখি হতে আমাদের অস্বস্তি হয়। আজ প্রবক্তা যোনা, আমাদের নিজেদের জীবনের মলিন অবস্থার সম্মুখে ঈশ্বরের সত্য-বাণী-শক্তির মানদণ্ড দাঁড় করাচ্ছেন। সত্য ও প্রেম মানুষকে স্বাধীন ও মুক্ত করে। তাই প্রবক্তার এ ঘোষণা অস্বস্তিকর হলেও মন পরিবর্তনের আহ্বানে সাড়া দেওয়াই আমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। প্রবক্তা যোনার ঘোষণায় ও প্রভুর সত্যের পথে নিনেভের রূপান্তর, আমাদেরকে ঈশ্বরের অসীম করুণা ও অনুগ্রহ সম্পর্কে শিক্ষা দেয় যা অনেক সময় আমাদের বোধাতীত ।

একইভাবে, করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র থেকে পঠিত দ্বিতীয় পাঠটি সময়ের জরুরি দাবি তথা মন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। সাধু পল এ জগতের জীবন-মূর্তি তথা পার্থিব আসক্তি এখনি ত্যাগ করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, পৃথিবীতে আমাদের সময় সীমিত বিধায় নিজেদের ক্ষমতার দাপট ও ব্যক্তি অর্জনে অতিমাত্রায় নিমজ্জিত না হয়ে ও নিজ নিজ লাভক্ষতির হিসাব নিয়ে সময় নষ্ট না করে একমাত্র মুক্তিদাতা যিশুতে গভীরভাবে যেন মনোনিবেশ করি। খ্রিস্টপ্রভুতে বিশ্বাস ও ভরসা রেখে এ জগতে থেকেও যেন 'আমি জগতের নই' এমন নিরাসক্ত জীবন যাপন করি। পবিত্র মঙ্গলসমাচার এই বার্তাটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলে ধরে। সময়ের পূর্ণতায় স্বর্গরাজ্যের আগমন ঘটেছে বিধায় কালক্ষেপণের আর সুযোগ নেই। মন পরিবর্তন ও মঙ্গল সমাচারে বিশ্বাস করতেই হবে। না হলে মুক্তির কোন উপায় নেই।

আজকের মঙ্গলবাণীতে দেখি যে যিশু তাঁর প্রথম শিষ্যদের আহ্বান করেছেন এবং পার্থিব জগত কর্তৃক প্রদত্ত মিথ্যা সিকিউরিটির আশ্বাস থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে জীবনের আমূল পরিবর্তনের দাবি করেন। কারণ প্রকৃত জীবনের নিশ্চয়তা তথা স্বর্গরাজ্য তথা অনন্ত সুখপ্রাপ্তির গ্যারান্টি প্রভু নিজেই দিচ্ছেন। যিশুকে অনুসরণ করার আহ্বান হল ব্যক্তির ধর্ম-লাভ, ধর্মান্তরিত হওয়া, জীবন ও মানসিকতার তথাকথিত ধারার পরিবর্তন সাধন এবং সর্বোপরি সুসমাচারের অনুগ্রহ বাণী সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার আমন্ত্রণ। জগতের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রভুতে আসক্ত হয়ে জীবন চালনা করার অর্থ হল প্রভুর ইচ্ছার প্রতি অনুগত থাকা, তাঁর বিধান মেনে চলা। তাঁর সাথে আমাদের যাত্রাকে বাঁধা দেয় এমন কিছু থেকে নিজেকে সদা মুক্ত রাখার আহ্বান যিশু তাঁর শিষ্যদের তথা আমাদের দিচ্ছেন। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যিশুকে অনুসরণ করা কোন মতবাদ শেখার বিষয় নয় বরং তাঁর জীবন পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যা বাধ্যতা, সেবা এবং ক্রুশ দ্বারা চিহ্নিত।

মঙ্গলসমাচার আমাদেরকে "মানুষ ধরা জেলে" হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করে। এই চ্যালেঞ্জ প্রথমতঃ যিশুর অনুসারী হিসাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে একটা 'আমি মানুষ' আছে তাকে ধরা, অর্থাৎ ঈশ্বরের মনের মত এক রূপান্তরিত মানুষ যাকে ঈশ্বর সেই সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষের পতনের কাল হতে এখনো পর্যন্ত সর্বদা খুঁজেন। দ্বিতীয়তঃ এই রূপান্তরিত মানুষ সমুদ্র-সম মন্দের গভীরতা থেকে নিজেকে যেমন তেমনি আরেকজন মানুষকেও রক্ষা করবে ও প্রভুর পথে নিয়ে আসবে মানুষ ধরবে। প্রেরিত শিষ্যদের মত আমরাও সকলের কাছে পরিত্রাণের বাণী বহন করতে আহূত। ঈশ্বর-বিশ্বাসী এক বৈষম্যহীন জনমণ্ডলী বা মানব-মণ্ডলী গড়ে তুলতে আহ্বান পেয়েছি। এ মণ্ডলী হবে এমনি যে মণ্ডলী নিজ নিজ জীবন, পরিবার ও সমাজে ঈশ্বর ও মানুষে মানুষে মিলনের এক প্রকৃত মণ্ডলী হয়ে উঠবে। নিনেভের বাসিন্দারা আমাদের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষাদর্শ উপস্থাপন করে; তারা স্বর্গ হতে কোন অতি-মানবীয় লক্ষণ বা আশ্চর্য নিদর্শনের দাবি না করে অবিলম্বে ঈশ্বরের নবীর বাণীকে স্বাগত জানায়। ঈশ্বরের পথ তথা সত্যকে অবলম্বন করার জন্য বিলম্ব করা অযৌক্তিক। যুক্তিবাদী মানুষ প্রকৃত জীবনের এই আহ্বানকে নির্দ্বিধায় তাৎক্ষণিক স্বীকার করবে।

রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত মানুষ প্রভুর আদেশ পালনকারী প্রেম ও ভালোবাসার মানুষ। সে প্রত্যহ প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর পথে চলে ও জীবন-যাপন করে। প্রতিটি খ্রিস্টভক্তকে তাই দার্শনিক সোরেন কিয়েরকেগার্ডের এই কথা মনে করিয়ে দেনঃ "খ্রিস্টানরা যখন তাদের শত্রুদের ভালোবাসে, তখন এটা স্পষ্ট হয় যে তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং প্রভুর আদেশ পালন করে।" আমাদের প্রতিবেশির প্রতি আমাদের ভালোবাসা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে প্রকাশ করে। তাই আসুন, আমরা খোলা হৃদয়ে ঈশ্বরের আহ্বানকে আলিঙ্গন করি, পৃথিবীতে করুণা, দয়া, সেবা ও ভালোবাসার প্রতিনিধি হয়ে উঠি যা বর্তমান জগতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

ঈশ্বরের করুণা আমাদেরকে সাহস, ভালোবাসা এবং অটল বিশ্বাসের সাথে তাঁর আহ্বানে বেঁচে থাকার শক্তি দিন। আমেন।

“ঐশবাণী দিবস” উপলক্ষে বাণী

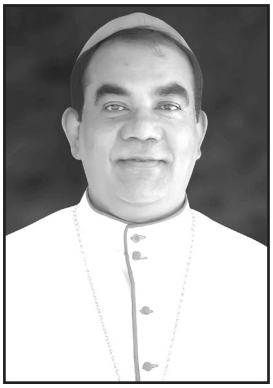

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাধারণকালের তৃতীয় রবিবারে বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে “ঐশবাণী দিবস” বা “পবিত্র বাইবেল দিবস”। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বমণ্ডলীর সাথে একাত্ম হ’য়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতেও এই দিবসটি ঐশবাণীর প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি নিয়ে ও আড়ম্বর সহকারে উদ্‌যাপনের জন্য আহ্বান জানাই। “ঐশবাণী ও প্রেরণ” এই মূলভাব নিয়েই এ বছর আমরা “ঐশবাণী দিবস” উদ্‌যাপন করব। মানুষের বিশেষভাবে খ্রিস্টশিষ্যদের জীবনে ঐশবাণী যেন পুষ্টিকর খাদ্য, বেঁচে থাকার শক্তি (*দ্র; মথি ৪:৪*)। খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনকে জীবন্ত ও সক্রিয় রাখার জন্য ঐশবাণী হজম করা, অর্থাৎ নিয়মিত পাঠ, ধ্যান ও হৃদয়ে ধারণ করা এবং সেই বাণীর শক্তিতে জীবন-যাপন করা একান্ত আবশ্যক।

সংসারে সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হয়। এই সংগ্রাম আমাদেরই অহংকার, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, মন্দ চিন্তা, মন্দশক্তি ও শয়তানের পরীক্ষা-প্রলোভনেরই বিরুদ্ধে। জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র। তবে জগতের ধারায় জাগতিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন তো আমাদের নেই। কেননা, আমাদের সংগ্রাম তো আধ্যাত্মিক। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। আর তা হলো পবিত্র ঐশবাণী। সাধু পলের ভাষায় ঐশবাণী যেন পবিত্র আত্মার তরবারি (*এফেসীয় ৬:১৭*)। শয়তান ও তার শক্তিকে পরাজিত করার জন্য তা অত্যান্ত শক্তিশালী ও অত্যাবশ্যকীয়। কারণ “পরমেশ্বরের বাণী সপ্রাণ ও সক্রিয়। তা যে-কোন দু’ধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা অন্তরের সেই স্থানেও ভেদ ক’রে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে প্রাণ ও আত্মা এবং গ্রন্থি ও মজ্জার ভাগবিভাগ। সেই বাণী হৃদয়ের বাসনা ও ভাবচিন্তাও বিচার করে” (*হিব্রু ৮:১২*)। তাই আমরা যেন বিশ্বাসপূর্ণ অনুগত অন্তরে ঐশবাণী বরণ করে নিই, কারণ আমাদের অন্তরে ঐশবাণী যেন স্বয়ং ঈশ্বরের সর্বদর্শী বিচারশক্তি। তাই ঐশবাণীর শক্তি-নির্ভর জীবন সফল ও বিজয়ী জীবন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও মাণ্ডলিকভাবে যদি আমরা সফল ও বিজয়ী খ্রিস্টবিশ্বাসী হতে চাই তাহলে এই ঐশবাণীকেই অবলম্বন করতে হয় ফলপ্রসূ হাতিয়ার হিসাবে। আমরা কি সেই ঐশবাণীর শক্তির উপর বিশ্বাস রাখি? ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যান করি? ঐশবাণীর স্বাদ পাওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করি? তাহলে প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বাস ও প্রার্থনাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যান করার বিকল্প নেই। তা করা আমাদের খ্রিস্টীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই আসুন আমরা নিজেরা ঐশবাণী পাঠ করি এবং অন্যদেরকেও তা করতে অনুপ্রাণিত করি। যাতে সকলেই ঐশবাণীর শক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হতে পারি এবং খ্রিস্টীয় জীবনকে আধ্যাত্মিকভাবে সতেজ ও সজীব রাখতে পারি।

পরিত্রাণের এই ঐশবাণী সকলেরই জন্য। তাই শুধু নিজের জন্য না রেখে সকলের কাছে প্রচার করাও একান্ত প্রয়োজন। সেই বাণী প্রচারের দায়িত্বভার যিশু আমাদেরকে দিয়ে বলেছেন, “তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর” (*মথি ২৮:১৯*)। পুনরুত্থিত যিশুর নির্দেশ, “তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার” (*মার্ক ১৬:১৫*)। এই বাণী প্রচার করতে তিনিই আমাদের প্রেরণ করেছেন, “পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত ক’রে তোমাদের পাঠাচ্ছি” (*যোহন ২০:২১*)। তাই পরিত্রাণের মঙ্গলবাণী প্রচার করতে আমরা সকলেই প্রেরিত। আমাদের খ্রিস্টীয় আহ্বান হলো মঙ্গলবাণী প্রচার কাজ সারা পৃথিবীতে সর্বদা চালিয়ে নেওয়া। ঐশবাণীর আলোকে সকলকে আলোকিত করা। যিশুর কাছে নিয়ে আসা ও যিশুর শিষ্য করা। এইভাবে সকলেরই পরিত্রাণ সাধন করা। মানব আত্মার পরিত্রাণের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ গুরুত্বের সাথেই করতে হয়। অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। কারণ আমরা প্রেরিত। আমরা কি আমাদের এই প্রেরণ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন? প্রেরণ দায়িত্ব পালনে আমরা কতটুকু নিষ্ঠাবান? এই সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা ও অনুধ্যান করা প্রয়োজন।

“ঐশবাণী দিবস” বা “পবিত্র বাইবেল দিবস” উদ্‌যাপনের লক্ষ্যই হলো পবিত্র বাইবেলে ঐশবাণীর প্রতি আমাদের ভক্তি-ভলোবাসা বৃদ্ধি করা, আমাদের জীবনে ঐশবাণীর গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং যাপিত জীবনের সাক্ষ্য দ্বারা বাণী প্রচারে আমাদের প্রেরণ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা। ঐশবাণীর মানবদেহ ধারণ ও আমাদের মধ্যে দেহধারী বাণীর আবাস স্থাপনের মধ্যদিয়ে আমরা উপহার হিসাবে পেয়েছি সেই জীবন্ত ঐশবাণীকে। এই মহামূল্যবান উপহার প্রচারের মাধ্যমে অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে আমরা সকলেই প্রেরিত, যাতে খ্রিস্ট সকলের অন্তরেই মূর্ত হয়ে উঠেন।

বিশপ ইম্মানুয়েল কে রোজারিও
সভাপতি
খ্রিস্ট ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলীয় সেবাকাজ বিষয়ক এপিসকোপাল কমিশন।

ঐশবাণী ও প্রেরণ

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

মঙ্গলসমাচার রচয়িতা যোহন তার মঙ্গলসমাচার একটি মৌলিক শব্দ 'লগস' (logos) দিয়ে আরম্ভ করেন। চিন্তাজগতে শব্দটির বহুবিদ অর্থ ও প্রয়োগ রয়েছে। এই লেখায় এর দার্শনিক দিকসমূহ নয় বরং মঙ্গলসমাচার রচয়িতা যোহনের এই শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে আলোকপাত করা হবে। আমি মনে করি এটি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে যোহন 'ঐশবাণী' ও 'প্রেরণ' এই দুটি বিষয়ের মধ্যে এক চমৎকার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন।

গ্রীক শব্দ 'লগস' বঙ্গানুবাদ করলে হয় 'শব্দ' বা 'বাক্য'। যোগাযোগের একটি মাধ্যম যার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্খা, আদেশ-নির্দেশ প্রকাশ করেন সৃষ্টি ও প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। যেমনটি সামসঙ্গীত রচয়িতা বলেন, "প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব" (*সাম ৩৩:৬*)। সিনাই পর্বতে মোশী ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও সন্ধি পুস্তক গ্রহণ করেন (*যাত্রা ২০:১ - ২৩:১৯*) এবং পরে জনগণকে তা তিনি জানিয়ে দেন: "মোশী গিয়ে জনগণের কাছে প্রভুর সমস্ত বাণী ও সমস্ত বিধিনিয়ম জানিয়ে দিলেন" (*যাত্রা ২৪:৩*)। একইভাবে প্রবক্তাগণও ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর বাণী গ্রহণ করেন এবং তা নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর কাছে ঘোষণা করেছেন: "ওঠ, ওই মহানগরী নিনিভেতে যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলব, তা সেই নগরীর কাছে ঘোষণা কর" (*যোনা ৩:২*)। প্রাক্তনসন্ধির ঈশ্বর-মনোনীত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও একইভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে বাণী গ্রহণ ক'রে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করতেন ও সেই মতো কাজ করতেন: "সামূয়েল প্রভুর কথামতো কাজ করলেন, তিনি বেথলেহেমে গেলেন। ... ওঠ, একে অভিষিক্ত কর" (*১ সামূয়েল ১৬:৪.১২*)। এভাবে দেখা যায় যে, পুরাতন নিয়মে 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বা তাঁর আদেশ ও তা অন্যের কাছে ঘোষণা করা'- বিষয় দু'টি একটি অন্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। একটিকে ছাড়া অন্যটি পূর্ণতা পায় না।

প্রাক্তনসন্ধিতে 'লগস' শব্দটি আবার প্রজ্ঞামূলক অর্থ প্রদান ক'রে ব্যক্তিকে (personified) নির্দেশ করে। 'আমি' সর্বনাম ব্যবহার ক'রে এটি ব্যক্তি হিসাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে বেরিয়ে আসার দাবী করছে, "আমি পরাৎপরের মুখ-নিঃসৃত; আমি সেই ঊর্ধ্বেই আমার তাবু স্থাপন করলাম, আমি একাকীই আকাশমণ্ডল পরিক্রমা করলাম" (*বেন-সিরাখ ২৪:৩-৫*)। প্রজ্ঞা নিজেকে ঈশ্বরের বাক্য ও একই সাথে ঈশ্বর হিসাবে আখ্যায়িত ক'রে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

নবসন্ধিতে যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারের শুরুতে 'লগস' শব্দটিকে ব্যবহার ক'রে প্রাক্তনসন্ধির মৌলিক বিষয়সমূহ: ঈশ্বর, তাঁর বাণী, প্রত্যাদেশ ও প্রেরণ প্রভৃতি কিছুর পূর্ণতা দান করেন। এর মধ্যদিয়ে লেখক পুরাতন ও নতুনের এক সংযোগ ঘটান- যা মঙ্গলসমাচারের সূচনাতে সুস্পষ্ট, "আদিতে ছিলেন বাণী, ... সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, ... এবং বাণী হলেন মাংস" (*যোহন ১:১.৩.১৪*)। অতীতে ঈশ্বর যা বিভিন্ন প্রবক্তা ও তাঁর মনোনীত ব্যক্তির মধ্যদিয়ে ঘোষণা করতেন, এখন তিনি তাঁর আপন পুত্রের মধ্যদিয়ে সরাসরি ব্যক্ত করার পথ উন্মুক্ত করলেন।

যে বিষয়টি এখানে প্রকাশ পাচ্ছে তা হচ্ছে- বাক্য (logos) মানবদেহ গ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রেরণকর্মের পূর্ণতা লাভ করেছে। যিশুখ্রিস্টই হচ্ছেন বাক্য বা ঐশবাণী- এই জগতে যিনি প্রেরিত। এভাবে তিনিই হয়ে উঠেছেন নবসন্ধির প্রথম প্রেরণকর্মী। তিনি পিতা হতে প্রেরিত, কিন্তু পিতা হতে সহজাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ। তবে, এই জগতে তাঁর আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। সেটা তার শিক্ষার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে: "আমি নিজে থেকে কথা বলিনি, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতাই আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি কী বলব, কী প্রচার করব" (*যোহন ১২:৪৯*)। প্রকাশ্য জীবনের শুরু থেকে ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত পিতার প্রতি তাঁর অবিচল আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়।

যদিও বলা হয় পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে কুমারী মারীয়া ও পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্ম হয়, তথাপি এর সূত্রপাত ঘটে বাক্য দেহধারণের মধ্যদিয়ে। কেননা এই বাক্য অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টই হচ্ছেন প্রধান "তিনি তো দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা" (*কলসীয় ১:১৮*), এবং তাঁর দ্বারাই এটি প্রতিষ্ঠিত, "তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন এবং তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন" (*এফেসীয় ১:২২*)। সুতরাং বলা যায়, সেই বাক্যের এই জগতে পদার্পণ করার মধ্যদিয়েই প্রেরণকর্মের সূচনা ঘটে। ২য় ভাটিকান মহাসভার 'খ্রীষ্টমণ্ডলী' বিষয়ক দলিলে এই ধারণাকে আরো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, "তীর্থযাত্রা মণ্ডলী তার অতি প্রকৃতি হচ্ছে প্রেরণমুখী, কেননা এটি পিতা ঈশ্বরের নির্দেশে পুত্রের ও পবিত্র আত্মার প্রেরণকর্ম থেকে উদ্ভূত" (খ্রীষ্টমণ্ডলী ২)। যিশুখ্রিস্ট নিজেই বাক্য ছিলেন, আবার সেই বাক্যকেই তিনি প্রচার করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় পুনরুত্থানের পর এই জগত থেকে বিদায় নেবার পূর্বে অন্তিম আদেশরূপে প্রেরিতশিষ্যদের এই ঐশবাণী ঘোষণার নির্দেশ দেন। প্রেরণ করার সময় তিনি বলেন, "সুতরাং তোমরা যাও, ... আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও" (*মথি ২৮:১৯-২০*)। এই আদেশের মধ্যদিয়ে যিশু নিজে 'ঐশবাণী ও প্রেরণে'র মধ্যে এক বন্ধন সৃষ্টি করেন। এখানে প্রেরণের উদ্দেশ্যকে তিনি সুনির্দিষ্ট করেন। তাদের পাঠানোর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মঙ্গলসমাচার সকল মানুষের কাছে ঘোষণা করা।

অন্যদিকে প্রেরিতশিষ্যগণ যিশুর অন্তিমবাণীকে অতি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হিসাবে গ্রহণ করেন। তার প্রমাণ মেলে শিষ্যচরিত গ্রন্থে। পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর অবতরণের পর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী এই নতুন সমাজে কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। সেই সময় দেখা যায় যে প্রেরিতশিষ্যগণ বিশ্বাসীদের সমস্যা সমাধানে নিজেরা সরাসরি সম্পৃক্ত হননি। বরং তাদের গুরু অর্থাৎ যিশুর আদেশ স্মরণ ক'রে তারা বলেছিলেন, "খাদ্য পরিবেশনের সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিৎ নয়" (*শিষ্য ৬:২*)। তাই তারা ভক্তবিশ্বাসীদের সহায়তায় কয়েকজনকে মনোনীত করেছিলেন যারা খাদ্য বিতরণ ও অন্যান্য সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। আর শিষ্যগণ প্রার্থনা ও বাণী প্রচারে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন (*দ্র. শিষ্য ৬:৩-৪*)। পরবর্তীতে পলের জীবনেও তাই দেখি। তিনি অনেক যাত্রা করেন, দুঃখভোগ সহ্য করেন, নির্যাতিত হন, কায়িক পরিশ্রম করেন- এসব তিনি করেছেন খ্রিস্টকে অর্থাৎ বাণীকে ভালোবেসে এবং তাঁকে প্রচারের উদ্দেশে।

প্রভু যিশুখ্রিস্টে দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে প্রতিটি খ্রিস্টভক্তই ঐশবাণী প্রচারে প্রেরিত। ভক্তবিশ্বাসীর জন্য এটা হচ্ছে একটি মৌলিক দায়িত্ব, এটিকে অবহেলা করা মানে হচ্ছে বাণীকে অর্থাৎ খ্রিস্টকে তুচ্ছ, অবহেলা করা। তাই ঐশবাণী প্রচারের জন্য কতগুলো দিক বিবেচনা নেওয়া যেতে পারে।

১) দেহধারণকৃত বাণী অর্থাৎ যিশু সর্বদা পিতার সাথে সম্পর্ক রেখে তার প্রচার কাজ চালিয়েছেন। পিতার ইচ্ছা পূরণ ও তাঁর আদেশকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি পিতার সাথে সময় কাটিয়েছেন। আমি মনে করি, এটা হবে ঐশবাণীর প্রেরিতদূত হওয়ার প্রধান মানদণ্ড। শিকড়ের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকা। খ্রিস্টের সাথে সংযুক্ত থেকে তাঁর কাছ থেকে শক্তি লাভ ক'রে তাঁকে প্রচার করা। খ্রিস্টকে বাদ দিয়ে আমাদের প্রেরণকাজ শুধুমাত্র একটি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে পরিণত হয়।

২) যিশু তার পিতার কাছ থেকে যেমন সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়েছিলেন, তেমনি প্রেরিতশিষ্যগণও যিশুর কাছ থেকে তা পেয়েছিলেন। তারা তাদের নির্দেশিত পথ থেকে এক বিন্দুও বিচ্যুত হননি। বরং সর্বদা তা স্মরণে রেখে বিশেষভাবে প্রেরিতশিষ্যগণ তাদের বিভিন্ন বাস্তবতায় ঐশবাণীকে ঘোষণা করে গেছেন। বর্তমান সময়েও খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যিশুর আদেশকে গুরুত্ব দিয়ে স্ব স্ব বাস্তবায়তায় ঐশবাণী প্রচারে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে নিজ জীবনে বা কর্মক্ষেত্রে খ্রিস্টের বাণীকে ধারণ করা ও তা অন্যের কাছে কথায় নয় বরং জীবন দিয়ে তুলে ধরা।

৩) দেহধারণের মধ্যদিয়ে পিতার বাণী যিশুতে মূর্ত হয়। প্রেরিতশিষ্যগণও তা গ্রহণ করে বাণীময় হয়ে ওঠে। যার ফলে তারা সর্বান্তকরণে ও সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা ক'রে ঐশবাণী জগতের মাঝে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। ঐশবাণীর প্রেরণকর্মী হতে হলে প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীকে বাণীর উপর দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে এবং ভয় দূর করতে হবে।

৪) প্রবক্তা বা প্রেরিতশিষ্যগণ ঐশবাণী ঘোষণায় কখনো নিজেকে সামনে নিয়ে আসেনি, নিজেকে জাহির করেননি। বরং বাণীর দাস হয়েছেন। ঈশ্বর যেভাবে ঘোষণা করতে বলেছেন, সেভাবেই তা করেছেন। ঐশবাণী ফলপ্রসূতা লাভের অন্যতম একটি দিক হিসাবে এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। ঐশবাণী প্রচার প্রেরণকর্মীর দক্ষতা বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না বরং ঈশ্বরের উপর আস্থা ও তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা জরুরী- আত্মপ্রচার নয় বরং খ্রিস্টকে সামনে নিজেকে পেছনে রাখা।

পরিশেষে বলতে পারি যে, ঐশবাণী ও প্রচার আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ঐশবাণী হচ্ছেন আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট আর শিষ্যদের প্রতি তাঁর শেষ আদেশ ছিল তা প্রকাশ করা অর্থাৎ তাঁকে প্রচার করা, তাঁর প্রেরণকর্মী হয়ে ওঠা। সেই আদেশ শুধুমাত্র প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং যুগ যুগ ধরে তাঁর নামে দীক্ষিত ও বিশ্বাসী সকলের কাছে সমভাবে প্রযোজ্য ও বলবৎ। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর কাছেও যিশু এই সময়ে একই দাবী রাখছেন, একই দায়িত্ব আমাদের সবাইকে দিচ্ছেন। বোধ হয়, সময় এসেছে বর্তমান বাস্তবতায় খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে ঐশবাণীর প্রতি আমাদের অনুরাগ ও তা প্রচারের বিষয়টিকে আরো জোরালোভাবে সামনে নিয়ে আসা। ব্যক্তি ও বৃহত্তর পরিসরে যথাযথ মূল্যায়ন ক'রে এই ব্যাপারে আরো বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা। ব্যক্তি তথা মাণ্ডলিক পর্যায়ে ঐশবাণীর আলোকে নবায়ন আনা। কেননা, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, যে খ্রিস্টমণ্ডলীতে ঐশবাণী প্রচার স্থবির হয়ে যায়, তা মূলত ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হয়॥

স্টাডি ভিসায় আমাদের সাফল্যের কিছু নমুনা

Canada, USA , Australia ও Japan-এ আমাদের সাম্প্রতিক সফলতার কিছু বাস্তব চিত্র :

বিগত ২১ বছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সফলতার সাথে বিদেশে ভর্তি ও ভিসা সার্ভিস দিয়ে আসছি।

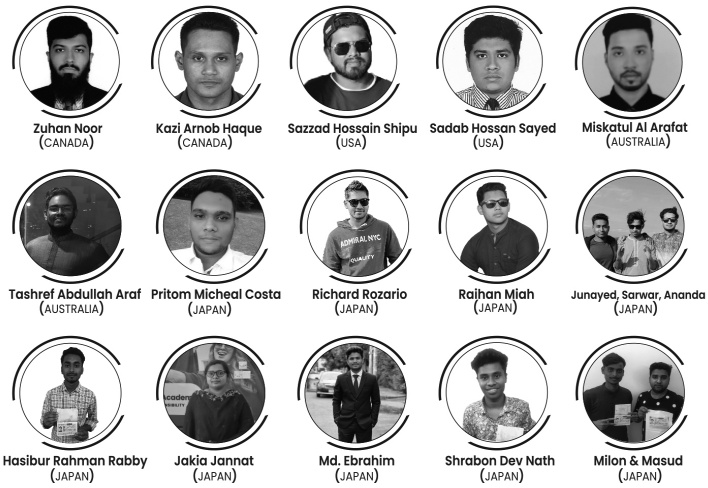

* আমরা CANADA / USA / AUSTRALIA-তে SCHOOLING ADMISSION & VISA প্রসেসিং করি। (Grade I হতে 11 Grade পর্যন্ত)। উক্ত ভিসায় Parents-রাও যেতে পারবেন।
* CANADA, USA, AUSTRALIA, UK ছাড়াও JAPAN, SOUTH KOREA সহ ইউরোপের সেনজেনভুক্ত দেশসমূহে স্টাডি ভিসা প্রসেসিং করা হয়।
* CANADA & AUSTRALIA-তে ভিজিট ভিসা ও PNP মাইগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং করা হয়।
* খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01600-369521
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৬/২৩

ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী/বাক্য! জীবন সঞ্চারী জীবন্ত বাণী/বাক্য। "ঈশ্বরের বাক্য/বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়" (*হিব্রু. ৪:১২ক*)। বাক্য/বাণীর সৃজনী শক্তির দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। তাই সৃষ্ট কোন কিছুই ঈশ্বরের অগোচরে থাকতে পারে না। আমাদেরও একদিন তাঁর কাছে আমাদের সকল কাজ কর্মের হিসাব দিতে হবে (*দ্রঃ হিব্রু ৪:১৩*)। আমাদের সবাইকেই উৎসের কাছে ফিরে যেতে হবে। বাণী পাঠ ও বাণীর আলোকে জীবন যাপনই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও অধিকার। আর পুত্র যিশুই (দেহধারী বাণী/বাক্য) তাঁর (ঈশ্বর) কাছে যাওয়ার অবলম্বন। "আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ" (*যোহন ১৪:৬*)। যিশু খ্রিস্টই প্রভু (Jesus Christ is the Lord) জীবনের উৎস। আদিতে যে বাণী/বাক্য ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন (*দ্রঃ যোহন ১:১*), সেই বাণী/বাক্য কালের পূর্ণতায় মানুষের রূপ নিয়ে জগতে প্রবেশ করলেন (*দ্রঃ যোহন ১:১৪*) ও তাঁর (বাণী/বাক্য, দেহধারী বাণী/বাক্য যিশু খ্রিস্ট) মধ্যদিয়েই আমরা পেয়েছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ (*যোহন ১:১৬*)। তিনি (বাণী/বাক্য), ভালোবাসা ও অনুগ্রহ নিয়ে আমাদের জীবনের মাঝে প্রবাহমান।

ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়ঃ- পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের জীবন্ত বাণী। ঈশ্বরের বাণী/বাক্য জীবন্ত বলেই তা কখনো নিষ্প্রাণ হয় না। ঈশ্বরের বাণী শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন। "আমার মুখ নিঃসৃত বাণী নিজেকে বাস্তবায়িত না করে ফিরে আসে না। আমি যা করতে চাই আমার কথা তাই করে। আমি যা করতে পাঠাই আমার কথা সফলভাবে তাই করে ফিরে আসে" (*ইসাইয়া ৫৫:১১*)। পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ। ঈশ্বরের দেওয়া বিধি-বিধান। খ্রিস্টবিশ্বাসের মূলমন্ত্র। বিশ্বাসের আমানত! "সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুযোগ, সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপনের জন্য প্রতিটি বাক্যই সঠিক নির্দেশ দিতে পারে" (২ *তিমথি ৩:১৬*)। বাইবেলের পবিত্র বাণী/বাক্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে জীবন সঞ্চার করে। পবিত্র বাণী/বাক্য চিরনতুন ও চিরস্থায়ী।

পবিত্র বাইবেল, প্রভুর বাণী/বাক্য আমাদের নির্দেশনা দেয় ও অনুপ্রাণিত করে, কিভাবে প্রার্থনা করে অর্ঘ্য নিবেদন করা যায়, সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায় ও সর্বোপরি নিত্যদিনের জীবনাচরণে মঙ্গলবাণীর সাক্ষী হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যায়। "তোমরা সকলেই খুব মনোযোগ সহকারে শাস্ত্রগুলি পড়, কারণ তোমরা মনে করো সেগুলির মধ্যদিয়েই তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করবে আর সেই শাস্ত্রগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে" (*যোহন ৫:৩৯*)। পবিত্র বাণী/বাক্যকে পাথেও করেই আমাদের জীবন পরিচালিত হয়।

পবিত্র বাণী ঐশ প্রত্যাদেশঃ- পবিত্র বাণী/বাক্য (বাইবেল) প্রকাশিত সেই সত্য যা ঈশ্বর নিজে প্রকাশ করেন। "ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালোবাসেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন" (*যোহন ৩:১৬ক*)। কালের পূর্ণতায় ঈশ্বর নিজেকে মানববেশে প্রকাশ করেন। যিশু খ্রিস্ট জগতে প্রত্যাদেশ (Revelation) করেছেন। তিনি (যিশু খ্রিস্ট), "সেই বাক্য অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ ছিলেন। আমরা সকলেই তাঁর থেকে অনুগ্রহের ওপর অনুগ্রহ পেয়েছি" (*যোহন ১:১৬*)। আমরা অনুগ্রহলাভে ধন্য হয়েছি। "অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে বহুবার নানাভাবে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এখন এই শেষের দিনগুলোতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বললেন এক পুত্রেই, যার দ্বারা সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পুত্রকেই সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন" (*হিব্রু. ১:১-২*)। ঈশ্বর তাঁর মানব জাতির জন্য তাঁর প্রেম প্রকাশ করলেন নিজ পুত্র প্রেরণের মধ্যদিয়ে।

পবিত্র বাণী আত্মার খাদ্যঃ- "আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়। সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন" (*সাম. ৩৪:৮*)। আমাদের দেহের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন হয়। অত্মাকে বাঁচাতেও খাদ্য দরকার। দেহ+অত্মা+মন এর সমন্বয়ে মানব-জীবন। আমরা প্রভুর বাক্য আস্বাদনের জন্য আহূত। "নবজাত শিশুর মতো হও, খাঁটি আধ্যাত্মিক দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখ, যা পান করে তোমরা বৃদ্ধিলাভ করবে ও তোমাদের পরিত্রাণ হবে। তোমরা এর মধ্যেই প্রভুর সেই দয়ার আস্বাদ পেয়েছো" *(১ পিতর ২:৩)*। পবিত্র বাণী/বাক্য আত্মার খাদ্য যার দ্বারা আমরা পুষ্টি লাভ করে শক্তিশালী হই ও আনন্দে জীবন-যাপন করি। খ্রিস্ট যিশু হলেন দেহধারী বাণী/বাক্য, যিনি স্বর্গ থেকে থেকে এসেছেন আমদের জীবন দিতে। "আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই রুটি খায় তবে সে চিরজীবি হবে। যে রুটি আমি দেব তা হল আমার দেহের মাংস তা আমি দেই যাতে জগত জীবন পায়" (*যোহন ৬:৫২*)। পবিত্র বাণী/বাক্য পাঠ, শ্রবণ ও সেই অনুসারে জীবন যাপন এবং দেহধারী বাণী খ্রিস্টকে গ্রহণই আমাদের পুষ্টি ও পরিত্রাণ।

পবিত্র বাণী প্রার্থনা অর্ঘ্য নিবেদনের ভাষাঃ- পবিত্র বাণী/বাক্য এমনই শক্তিশালী ও ফলপ্রসু মাধ্যম যা আমাদের প্রার্থনা ও অর্ঘ্য নিবেদনের ভাষা। পবিত্র বাইবেলেই তো আমরা পাই দেহধারী বাণী (যিশু খ্রিস্ট) আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়। এমনকি তিনি প্রার্থনাও (প্রভুর প্রার্থনা) শিখিয়েছেন (*দ্রঃ মথি ৬:৫-১৫*)। আমাদের প্রার্থনা হোক ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আত্ম নিবেদন করার প্রার্থনা। "তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক; সর্বদা সজাগ থেকো এবং প্রার্থনার সময়ে প্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিও" (*কলসীয় ৪:২*)। পবিত্র বাণী/বাক্য ও দেহধারী বাণী/বাক্যকে (যিশু খ্রিস্ট) কেন্দ্র করেই আমাদের সকল উপাসনা সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাণীর মূল্য ও গুরুত্ব আছে বলেই তো আমরা যেকোন প্রার্থনায় বাণীর পাঠ করি ও বাণীর আলোকে জীবন যাপনে প্রত্যয়ী হই।

পবিত্র বাণী পরিবর্তন ও সেবাকাজের প্রেরণাঃ- ঈশ্বরের পবিত্র বাণীর দ্বারাই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়েছে (*দ্রঃ আদি ১-১-২৬*)। দেহধারী বাণী/বাক্য (যিশু খ্রিস্ট) আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ মন পরিবর্তন করে সুসমাচারে বিশ্বাস করেছে। "সময় এসে গেছে; ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে। তোমরা পাপের পথ থেকে মন ফেরাও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর" (*মার্ক ১:১৫*) ও তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে শিষ্যরা নিজেদের পেশা ছেড়ে যিশুর সঙ্গী হয়েছেন (*দ্রঃ মার্ক ১:১৬-২০; মথি ৯:৯*)। পুনরুত্থিত বাণীর (যিশু) আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধু পল জীবন পরিবর্তন করে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণদায়ী বাণীর বাহক হয়েছেন (*দ্রঃ শিষ্যচরিত ৯:১-৯*)। বাণী মন পরিবর্তন ও সকল সেবাকাজের উৎস ও প্রেরণা। কারণ; "ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাক্য দুপাশে ধারযুক্ত তলোয়ারের ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ আত্মার গভীর সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে" (*হিব্রু ৪:১২*)। আমরা যত বাণী/বাক্য পড়ব ও জানব তত বেশি কাজে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ হব।

উপসংহারঃ- পবিত্র বাণী/বাক্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে ও দিকনির্দেশনা দেয় সুন্দর আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করতে। সেই বাণী/বাক্য আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। কারণ; "সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুযোগ, সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপনের জন্য প্রতিটি বাণী/বাক্যই সঠিক নির্দেশ দিতে পারে" (২ *তিমথি ৩:১৬*)। বাণী চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। যিশু বলেন; "আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (*মথি ২৮:২০খ*)। ঈশ্বরের বাণী (বাইবেল) দেহধারী বাণী/বাক্য (যিশু/খ্রিস্টপ্রসাদ) হয়ে আমাদের মধ্যে আছেন ও থাকবেন। "আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বাণী/বাক্য বিলুপ্ত হবে না" (*মথি ২৪:৩৫*)। প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ, শ্রবণ, ধ্যান ও বাণীর মূল্যবোধে জীবন যাপন করা খ্রিস্টবিশ্বাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য॥

বাইবেল ও প্রেরণকাজ

আলবার্ট বকুল ক্রুশ

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল পবিত্র বাইবেল যা লেখা হয়েছে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়। পবিত্র বাইবেল গোটা জগত ও জীবন ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করে। খ্রিস্টানগণ তাদের জীবনের উৎস, ভিত্তি, লক্ষ্য, আহ্বান এবং শেষ পরিণতি খুঁজে পায় এই পবিত্র বাইবেলে। পবিত্র বাইবেলে বিভিন্ন ধরণের পুস্তক রয়েছে যেমন- জ্ঞানধর্মী পুস্তক, প্রাবন্ধিক পুস্তক, মঙ্গলসমাচার, বিভিন্ন ধরণের পত্র, প্রকাশিত বাক্য ইত্যাদি। তবে বাইবেল অন্যান্য গ্রন্থের মত শুধুমাত্র পাঠ করার জন্য নয় বা জানার জন্য নয় বরং এটি পাঠ করা, ধ্যান করা এবং সেই মত জীবন-যাপনের আহ্বান জানায়। তাই বলা যায় পবিত্র বাইবেলের প্রতিটি বাণীই জীবন্ত ও পবিত্র। যেহেতু এই বাণী জীবন্ত তাই তাকে জীবনের (মানুষের) কাছে নিয়ে যাওয়া এই বাণীর অনুসারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এভাবেই সমস্ত খ্রিস্টানগণ হয়ে উঠে একেকজন প্রেরণকর্মী; যাদের কাজ ঐশবাণীকে সমগ্র জগতে নিয়ে যাওয়া এবং জগতের শেষ দিন পর্যন্ত প্রচার করা।

পবিত্র বাইবেল: বাইবেল বলতে আমরা একটি মাত্র পুস্তক বুঝে থাকি। কিন্তু গ্রীক বহুবচন নির্দেশক শব্দ 'বিবলিয়া' থেকে বাইবেল শব্দটি এসেছে। এর অর্থ 'পুস্তকসমূহ'। আসলেই বাইবেলকে ৭৩ টি পুস্তকের এক ক্ষুদ্র লাইব্রেরী বলা যায়। ছোট-বড় মিলিয়ে এসব পুস্তকের ৪৬ টি আছে পুরাতন নিয়মে, আর ২৭ টি রয়েছে নতুন নিয়মে। প্রাচীনকালে অবশ্যই এসব পুস্তকের সবগুলো একটি মাত্র খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না এবং পবিত্র ও প্রত্যাদিষ্ট বলে ভুয়া দাবি নিয়ে আরও কিছু পুস্তকের অস্তিত্ব ছিল বিধায় খ্রিস্টমণ্ডলী পবিত্র পুস্তকসমূহের প্রামাণিক তালিকা করে। তখন থেকে এগুলো 'প্রামাণিক পুস্তক' রূপে গণ্য হয়ে আসছে। অর্থাৎ এসব পুস্তক শুধু ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্টই নয়, উপরন্তু খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত এবং সে অনুযায়ী প্রচারিত।

প্রেরণ কাজ কি? প্রেরণ কাজ খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি চলমান প্রক্রিয়া, এই কাজের দায়িত্ব সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর; যে দায়িত্ব আমরা লাভ করি দীক্ষাস্নানের গুণে। প্রেরণ কাজ ব্যতিত খ্রিস্টমণ্ডলী নির্জীব যেমনটি এমিল ব্রুনার (Emil Brunner) বলেছেন, 'কোন কিছু না পুড়লে যেমন আগুনের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি প্রেরণ কাজ ছাড়া খ্রিস্টমণ্ডলীরও অস্তিত্ব থাকতে পারে না'। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পূর্বে প্রেরণ কাজের ধারণা ছিল ভিন্ন। কিন্তু দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার মধ্যদিয়ে এ ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। মণ্ডলীর প্রেরণ কাজ নতুন গতি পায়। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশনামা 'মণ্ডলীর প্রেরণকার্য' তে বলা হয়েছে "তীর্থযাত্রী মণ্ডলী নিজ প্রকৃতিগতভাবেই প্রৈরিতিক, কারণ পিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রেরণকার্যেই তার উৎস" (E.G-2)। এই দলিলে বর্তমান জগতের প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রেরণ কাজ কি এবং কেমন তা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রেরণ কাজকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা যায়। প্রথমত, সংকীর্ণ অর্থে প্রেরণ কাজ বলতে বোঝায়, মিশনারী কার্যক্রমকে অর্থাৎ সেই সমস্ত জায়গায় মঙ্গলবাণী প্রচার করা যেখানকার মানুষ খ্রিস্টকে জানে না। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পূর্বে মূলত এই ধারণাটি প্রবল ছিল। দ্বিতীয়ত, বৃহৎ অর্থে বা সর্বজনীন অর্থে, প্রেরণ কাজ হল- ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রিস্টমণ্ডলী যা কিছু করে থাকে তাই প্রেরণ কাজ। অর্থাৎ মণ্ডলীর সমস্ত কাজই প্রেরণ কাজ কারণ তা খ্রিস্টকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

বাইবেল ও প্রেরণ কাজ: পবিত্র বাইবেল হল প্রেরণ কাজের ভিত্তি, উৎস, আদর্শ, পথপ্রদর্শক, দিকনির্দেশক ইত্যাদি। বাইবেলকে অর্থাৎ ঐশবাণীকে ঘিরেই প্রেরণ কাজ আবর্তিত হয়। ঐশবাণী প্রচারই প্রেরণ কাজের মূল কথা। প্রেরণ কর্মীরা কখনও নিজের কথা প্রচার করে না বা নতুন কোন কিছু বানিয়ে বলে না বরং পবিত্র বাইবেলে যা বর্ণিত আছে তাই প্রচার করে এবং নিজ জীবনেও তা ধারণ করে। যিশু নিজেই ছিলেন একজন প্রেরণ কর্মী এবং তিনি এ জগত ছেড়ে পিতার কাছে যাওয়ার আগে তাঁর শিষ্যদের সেই প্রেরণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আর সেই শিষ্যদের মধ্যদিয়ে তিনি মূলত সমগ্র মানুষকেই সেই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তাই আমরা সবাই প্রেরণ কর্মী। দীক্ষার গুণে আমরা সেই দায়িত্ব লাভ করি। তাই বলা যায়, পবিত্র বাইবেল বা ঐশবাণী ব্যতীত কোন প্রেরণ কাজ হতে পারে না।

প্রেরণ কাজের উৎস পবিত্র বাইবেল: বাইবেল ভিত্তিক প্রেরণ কাজ বললে প্রথমেই আসে যিশুর সেই প্রেরণ বাণী, "সুতরাং যাও: তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর!..." (*মথি ২৮: ১৯-২০*)। এর মধ্যদিয়ে তিনি সমস্ত মানুষকে প্রেরণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। যতদিন জগতের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন যিশুর প্রেরণ কাজ চলমান থাকবে। অন্য জায়গায় যিশু বলেছেন, "ধন্য সেই কর্মচারী, যার মনিব ফিরে এসে তাকে সেই কাজেই ব্যস্ত থাকতে দেখবেন" (*লুক ১২: ৩৭*)। এই পদটির মধ্যে রয়েছে প্রেরণ কাজের প্রেরক, নির্দিষ্ট কাজ, প্রেরণকর্মীর পরিচয় এবং প্রেরণকাজের পুরস্কার, যা প্রেরণ কাজের সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মনিব = প্রেরণকর্তা

কর্মচারী = প্রেরিত (পরিচয়)

সেই কাজ = প্রেরক কতৃক অর্পিত প্রেরণ কাজ (যে কাজ যিশু করে গেছেন)

ধন্য = প্রেরণ কাজের পুরস্কার

সুতরাং এটা বলা যায় যে, প্রেরণ কাজের উৎস-অনুপ্রেরণা হল পবিত্র বাইবেল। ঐশবাণীই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে প্রেরণ কর্মী হতে এবং যিশুর প্রেরণ কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে।

প্রেরণ কাজের ভিত্তি পবিত্র বাইবেল: প্রেরণ কাজের মূল ভিত্তিই হল পবিত্র বাইবেল। কারণ যাকে প্রচার করা হয় তিনি পবিত্র বাইবেলে বিদ্যমান, যিনি প্রেরণ করেন স্বয়ং তিনি বাইবেলে বিদ্যমান, যার প্রচার কাজ অনুসরণ করা হয় তিনিও বাইবেলে বিদ্যমান, সর্বোপরি যিনি মানুষের মধ্যদিয়ে প্রচার করেন তিনি বাইবেলে বিদ্যমান। প্রেরণ কাজের ধরণ হল যিশু ও তাঁর শিক্ষা-আদর্শকে প্রচার করা। আমরা বিশ্বাস করি স্বয়ং যিশুই মানুষের মধ্যদিয়ে তার প্রচার কাজ চালিয়ে নেন আর এ কাজে সহায়তা করেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। এ সম্বন্ধে আমরা পবিত্র বাইবেলে পাই যে, যিশু বলেন, "তোমরা কিভাবে কি বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে- বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন" (*মথি ১০:১৯-২০*)। সুতরাং পবিত্র বাইবেলই প্রেরণ কাজের ভিত্তি।

প্রেরণ কাজের আদর্শ পবিত্র বাইবেল: প্রেরণ কাজের আদর্শ স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট। তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করার পূর্বে তাদেরকে নিয়ে নিজেই প্রেরণ কাজ করেছেন এবং তাদের সেই কাজের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তিনি এ জগত ছেড়ে পিতার কাছে যাওয়ার পূর্বে সেই কাজের ভার তাঁর শিষ্যদের হাতে দিয়ে গেছেন। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি কুলপতিগণ, বিচারকগণ, রাজাগণ এবং প্রবক্তাগণ ভগবানের হয়ে তাঁর জনগণের মাঝে কাজ করেছেন তাই তাদেরও আমরা প্রেরণ কাজের আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। নতুন নিয়মে আমরা দেখি যে যিশুর কতিপয় শিষ্যগণ প্রেরণ কাজে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। একজন আদর্শ প্রেরণ কর্মী হিসেবে আমরা বর্ণনা করতে পারি সাধু পলকে যিনি দিব্য দর্শন পেয়ে তার জীবনকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে হয়ে উঠেছিলেন যিশুর এক আদর্শ ও অনুকরণীয় কর্মী যিনি বলেছেন, "ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার প্রচার না করি!" (*১ করিন্থিয় ৯:১৬*)। তিনি মঙ্গলবাণী প্রচারকেই তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হিসেবে নিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন আদর্শ প্রেরণ কর্মী। সুতরাং বলা যায় যে, পবিত্র বাইবেলই হল প্রেরণ কাজের আদর্শ।

প্রেরণ কাজের লক্ষ্য পবিত্র বাইবেল: প্রেরণ কাজের লক্ষ্য হল ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। যতদিন না সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন প্রেরণ কাজ চলমান থাকবে। যিশুর দেহধারণের লক্ষ্য ছিল সকল মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে পরিত্রাণ আনয়ন করা। সেই একই লক্ষ্যে মণ্ডলী সর্বদা তার কাজে নিয়োজিত। কারণ মণ্ডলী হল যিশুর দেহ। যিশু বলেছেন, "আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও" (*মথি ২৮:২০*)। এখন যিশু আমাদের প্রচার করতে বলেছেন যা যা তিনি আজ্ঞা করেছেন, আমাদের ইচ্ছামত কোন কিছু তিনি প্রচার করতে বলেননি; তার সকল আজ্ঞা

আমরা পাই পবিত্র বাইবেলে। তাই প্রেরণ কাজের লক্ষ্যই হল পবিত্র বাইবেল বা ঐশবাণী প্রচার করা।

বর্তমান বাস্তবতায় বাইবেল ভিত্তিক প্রেরণকাজের ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য: পবিত্র বাইবেল অপরিবর্তনীয় এবং সর্বকালেই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তবে প্রেরণ কাজের ধরণ যুগে যুগে কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ বলা যায় যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তাকে সবসময় সময়োপযোগী করা হয়েছে। বর্তমান বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বর্তমান যুগ হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ যেখানে মানুষ প্রচণ্ডভাবে জাগতিকতা ও প্রযুক্তি নির্ভর। এমতাবস্থায় প্রেরণ কাজ কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত? যিশু এমন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলে কোন ধরণের প্রেরণ কাজ এবং কিভাবে করতেন তা খুঁজে বের করা এবং সেই মত কাজ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে প্রেরণ কাজকে ফলপ্রসূ করতে হলে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন তা হল:

প্রেরকের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা: প্রেরণ কাজের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিদ্যমান: একজন প্রেরক এবং অপরজন প্রেরিত। প্রথমত যিনি সর্বময় প্রেরণ কর্তা, যিনি আমাদের তার কাজ করার জন্য আহ্বান করেন, তিনি আমাদের কাছ থেকে কি চান তা বুঝতে চেষ্টা করা। আমরা বিশ্বাস করি তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্যই আমাদেরকে এই জগতে প্রেরণ করেন, সেই বিশেষ কাজই হল আমাদের আহ্বান, তা সর্বদাই আমাদের অনুসন্ধান করতে হয় এবং সেই মত কাজ করতে হয় তবেই আমি তার সাহায্য পাই। দ্বিতীয়ত জাগতিক প্রেরক (সাধারণত আমার ধর্মপ্রদেশের বিশপ, পালপুরোহিত বা প্যারিস কাউন্সিল)। তারা নিশ্চয় কোন পরিকল্পনা নিয়েই আমাদের কোথাও বা কোন কাজে প্রেরণ করেন। আমরা যদি তাদের উদ্দেশ্যই বুঝতে না পারি তাহলে লক্ষ্য পূরণ করতে পারব না। তাই প্রেরকের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা প্রেরণ কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সকলকেই বহন করা: কোন ধর্মপল্লী, এলাকা বা জনগণের মাঝে প্রেরণ কাজ করতে প্রেরিত হলে সেখানে বিচিত্র ধরনের মানুষের বসবাস থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। অন্য ধর্মাবলম্বী থাকবে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থাকবে, তাদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা সব মানুষর কাছেই আমরা প্রেরিত, কিন্তু অনেকেই আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের পক্ষে থাকবে না, কিছু মানুষ থাকবে যারা যত ভালকাজই হোক না কেন বিরোধিতা করবেই। তাই একজন প্রেরণ কর্মীকে সকলকেই বহন করতে হবে; ধনী-গরীব, পক্ষে-বিপক্ষে সবাইকেই। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি যিশু সবাইকেই বহন করেছেন এমনকি সেই হারানো, দলছুট ভেড়ার প্রতিও তার ছিল সমান যত্ন। সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য আহূত। তাই সবাইকেই পথ দেখানো একজন প্রেরণ কর্মীর দায়িত্ব।

স্থানীয় কর্মী প্রস্তুত করণ: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলে আমরা পাই যে, "মণ্ডলী সত্যিকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং পরিপূর্ণভাবে জীবিত হতে পারে না অথবা খ্রিস্টের পূর্ণ চিহ্ন হতে পারে না যতক্ষণ না যাজকমণ্ডলীর পাশাপাশি খাঁটি ভক্তসাধারণ থাকেন ও কাজ করেন। ভক্তসাধারণের সক্রিয় উপস্থিতি ছাড়া মঙ্গলসামাচার কোন এক জনগোষ্ঠীর মানসিকতা, জীবন ও কাজে গভীরভাবে বদ্ধমূল হতে পারে না। কাজেই কোন এক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পরিপক্ক খ্রিস্টভক্ত গঠন করার জন্যে মণ্ডলীকে বিশেষ যত্ন দিতে হবে (EG-21)। সকল খ্রিস্টভক্তই দীক্ষার গুণে প্রেরণকর্মী সেটি শুধুমাত্র কথায় নয় কাজেও। তাই সকল মানুষ যেন একেকজন প্রেরণকর্মী হয়ে উঠতে পারে সেভাবে তাদেরকে গঠন দান করা মণ্ডলীর দায়িত্ব। এভাবেই মণ্ডলী প্রেরণ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

অখ্রিস্টান এলাকায় যিশুর গল্প বলা: খ্রিস্টানদের বাইরেও ধর্মপ্রদেশ বা ধর্মপল্লীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা যিশুকে জানে না। একজন প্রকৃত প্রেরণ কর্মীর দায়িত্ব তাদের কাছে যিশুর গল্প বলা তাদেরও যত্ন নেয়া। খুব সাধারণ অর্থে যদি আমরা বলি যে মঙ্গলবাণী প্রচার কি তাহলে তার উত্তর হবে যিশুর গল্প বলা। প্রেরণকর্মীর কাজই হল যিশুকে অন্যের কাছে বহন করা, তিনি যে কাজ করেছেন তাই করা। পবিত্র বাইবেলে আমরা পাই যে, "আমার কাছে যা কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর" অর্থাৎ যিশু যা কিছু করেছেন, শিখিয়েছেন ও যা কিছু করার দায়িত্ব অর্পন করে গেছেন আমাদেরও তাই করতে হবে। যারা খ্রিস্টান নয় তারা অনেক গভীর কথা হয়তো বুঝবে না; তাই তাদেরকে যিশুর কথা বলতে হবে, তিনি কি করেছেন, কি করতে বলেছেন তা জানাতে হবে। এভাবেই বাণী প্রচার করতে হবে।

সমস্যাকে সুযোগ হিসেবে নেয়া: জাপানিরা যেমন কোন সমস্যাকে শুধুমাত্র 'বিপদ' হিসেবে নেয় না বরং একটি 'সুযোগ' হিসেবে নেয় তেমনি প্রেরণ কাজে অনেক সমস্যা আসবে, কিন্তু সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে বা এড়িয়ে চলা বা সমস্যার মধ্যে না যাওয়ার মনোভাব থাকলে প্রেরণ কাজ হবে না। সেই সমস্যাকে নতুন সুযোগ হিসেবে নিয়ে কিভাবে তা প্রেরণ কাজে প্রয়োগ করা যায় তা খুঁজে বের করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। যিশুর সময়ও সমাজে অনেক সমস্যা ছিল, তাঁকে তাঁর আপন জনগণ ত্যাগ করেছিল, অনেক গ্রামের বা শহরের মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেনি, তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল এবং আরও অনেক বাধা ছিল কিন্তু যিশু কখনও দমে যাননি বা হতাশ হননি। তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন এবং সেই কাজ দিয়েই মানুষের মধ্যে বিশ্বাস দিয়েছেন। সেই একই কাজ বর্তমানেও করতে হবে।

খ্রিস্টীয় জীবন সাক্ষ্য বহন করা: প্রেরণ কর্মী হওয়ার জন্য যে সব সময় আমাদের বিশেষ কিছু করতে হবে বা দক্ষতা অর্জন করতে হবে তা কিন্তু নয়, আমরা আমাদের প্রতিদিনের চলাফেরা, কাজকর্ম, আচার-আচরণ বা কথা-বার্তা দিয়েও কিন্তু বাণী প্রচার করতে পারি। বর্তমান সময়ে জীবন সাক্ষ্য অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। একটা সময় ছিল যখন খ্রিস্টানদের চাল-চলন দেখলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বুঝতে পারত যে তারা খ্রিস্টান কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তা আজ হারাতে বসেছে। আমাদের সেই অবস্থানে আবার ফিরে যেতে হবে। নিজেদের প্রতিদিনের জীবনে খ্রিস্টকে বহন করতে হবে। সেটাই হবে বাণী প্রচারের এক উত্তম পন্থা। এভাবেই সবাই হতে পারব প্রকৃত প্রেরণকর্মী।

আন্তঃধর্মীয় এবং আন্তঃমাণ্ডলীক সংলাপ জোরদার করা: আন্তঃধর্মীয় এ আন্তঃমাণ্ডলীক সংলাপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায়ও বলা হয়েছে, "মণ্ডলী তার সন্তানদের প্রণোদিত করে যাতে তারা বিচক্ষণতা ও সহৃদয়তা সহকারে অন্যান্য ধর্মের সদস্যের সঙ্গে আলোচনা ও সহযোগিতা শুরু করেন" (NA-2)। তাই প্রেরণ কাজের মধ্যে থাকবে অন্যান্য ধর্ম এবং মণ্ডলীর মানুষদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখা এবং সংলাপ অব্যাহত রাখা।

আধ্যাত্মিক জীবন জোরদার: আধ্যাত্মিকতা খ্রিস্টীয় জীবনের সমস্ত শক্তির উৎস। আধ্যাত্মিক জীবন শক্তিশালী না হলে প্রেরণ কাজ গতিহীন হয়ে পড়বে। তাই একজন প্রেরণকর্মী হিসেবে সর্বদাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যত্নে মনোযোগী হতে হবে। পাশাপাশি অন্যদেরকেও আধ্যাত্মিক যত্নের প্রতি মনোযোগী হতে উৎসাহিত করতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বস্ত না থাকলে প্রেরণ কাজে কোন আনন্দ থাকে না এবং এই কাজ বেশিদিন চালিয়ে নেওয়াও সম্ভব হবে না। যে আধ্যাত্মিকতায় যত বেশি ধনী সে তত বেশি বিশ্বস্ত প্রেরণ কর্মী।

সবশেষে বলা যায়, পবিত্র বাইবেলের সাথে প্রেরণ কাজ এবং প্রেরণ কাজের সাথে বাইবেল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাইবেল হল ঈশ্বরের বাণী যা শক্তিমান এবং সর্বদাই ফলশালী যেমনটি প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে লেখা আছে, "তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায়; আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে, এবং যে উদ্দেশে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না" (*ইসাইয়া ৫৫:১১*)। ঈশ্বর তাঁর কাজ চালিয়ে নেন, তা কখনো থেমে থাকে না। আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে পারি যে ঈশ্বর তার কাজের জন্য আমাদের ব্যবহার করেন। তাই ঈশ্বরের কাজের মাধ্যম হওয়ার সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হয় আর তা সম্ভব হয় যখন আমরা প্রেরণ কর্মী হয়ে তাঁর বাণী প্রচার করি।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল এবং খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো, এস. জে.: *মঙ্গলবার্তা;* প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০২।

২। সীমা, ফাদার ফ্রান্সিস কতৃক সম্পাদিত: *দ্বিতীয় ভাটিকান মহাবভার দলিলসমূহ;* কাথলিক বিশপ-সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

❖ **বিশেষ কৃতজ্ঞতা:** ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও, প্রফেসর, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা।

সিনোডাল মণ্ডলীতে ঐশবাণীর গুরুত্ব

রূপক আইজ্যাক রোজারিও

প্রেরিতদূতেরা যা কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই শুনত; তারা মিলেমিশেই জীবন যাপন করত এবং নিয়মিত ভাবেই রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা সভায় যোগ দিত (*শিষ্যচরিত ২: ৪২*)। বর্তমান সময়ের আমাদের মাতামণ্ডলীর একটি সময় উপযোগী ও সর্বজনীন আহ্বান হচ্ছে সহযাত্রিক হয়ে সকলে এক সাথে পথ চলা। প্রেরণধর্মী মণ্ডলীকে আরো গতিশীল, প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সিনোডাল মণ্ডলী নামক সিনডের আহ্বান করেন। আর যদি আমরা পুণ্যপিতার এই আহ্বানের লক্ষ্য ও উদ্দেশের দিকে ফিরে তাকাই তবে দেখতে পাবো তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলে একত্রে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক জোরালো আহ্বান, যেখানে নেই কোন ধনী-গরীব, শিশু-বৃদ্ধ, নর-নারী, জাতি, শ্রেণী, গোত্র, কিংবা কোন সংস্কৃতির পার্থক্য। পুণ্যপিতা আমাদেরকে আরও গভীরভাবে সিনোডাল মণ্ডলীর প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে ও এর সঠিক ধারণা আবিষ্কার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সিনোড শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে গ্রীক শব্দ ***Sun-hodos*** থেকে যার অর্থ হচ্ছে "এক সাথে পথ চলা" বা ***The same way or The Same Path***। মণ্ডলীতে সিনড শব্দের অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বা একটি নির্দিষ্ট মতামতে উপনীত হয়ে একই ঐক্যমতে পথ চলা। সিনড হলো একসাথে পথ চলা এবং এর প্রধান কাজ হলো মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। আর সিনোডাল বলতে মিলনধর্মী খ্রিস্টমণ্ডলীকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ সকলে মিলে-মিশে একসাথে বসবাস করাকে বোঝায়। আর এই সিনোডাল মণ্ডলী হচ্ছে আমাদের মণ্ডলীর আদি রূপ যেখানে সকল বিশ্বাসীবর্গ একত্রে মঙ্গলবাণীর আলোকে মিলে-মিশে থাকতো।

যদি আমরা মণ্ডলীর ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাবো ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার আহ্বান করেন মণ্ডলীর নবীকরণের জন্য। পোপ মহোদয়ের আহ্বান ছিল মণ্ডলীর সকল জানালা উন্মুক্ত করা যেন বিশুদ্ধ বায়ু মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে পারে। যদিও এই আহ্বানে মণ্ডলীর পালকগণ সাড়া দান করেছেন তবুও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস পুনরায় একই আহ্বান করেন মণ্ডলীর দরজা খুলে দাও, দরজা বন্ধ করে রেখো না। আর এবার পোপ মহোদয়ের আহ্বান মণ্ডলীর নবীকরণের জন্য নয় বরং মণ্ডলীর সকলকে একত্রে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার ও মিলনধর্মী সমাজ গঠনের আহ্বান। আর এই আহ্বানের মূল ভিত্তি বা কেন্দ্র হিসেবে আমরা ঐশবাণীকে রাখতে পারি সবার উর্ধ্বে কারণ বাণী মানব দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। প্রচার জীবনে যিশুর সকলকে একত্রে নিয়ে পথ চলেছেন। তিনি কাউকে বঞ্চিত করেননি ঈশ্বরের অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, সমস্ত দয়া দান ও করুণা থেকে। আমাদের সিনোডাল মণ্ডলীতে ঐশবাণীর গুরুত্ব অনেক কারণ সহযাত্রিক মণ্ডলী বা মিলধর্মী খ্রিস্টীয় সমাজ কেবল বাণীর আলোকেই গড়ে তোলা সম্ভব।

যিশু পিতরকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন, "তুমি পিতর অর্থাৎ পাথর আর এই পাথরের উপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব (*মথি ১৬:১৬*)। আমাদের মাতামণ্ডলী হল ঐশ জনগণের সমাবেশ, যেখানে সকলে পরম পিতা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকে এবং তাঁরই দেখানো পথে চলে। যিশু তাঁর মেষদের লালন ও পালন করার দায়িত্ব পিতরের হাতে ন্যস্ত করেছেন এবং তা পর্যায়ক্রমে পোপ, বিশপ, যাজকদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। আদি মণ্ডলীতে আমরা দেখি সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকতো এবং তখন থেকেই মিলনধর্মী ভ্রাতৃত্বপূর্ণ খ্রিস্টীয় সমাজ গড়ে ওঠে "খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সব কিছুই সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি ক'রে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দিত" (*শিষ্যচরিত ২:৪৪-৪৫*)। মিলনধর্মী সমাজের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রভু যিশুর অন্তিম ভোজ। যিশু বারজন শিষ্যকে একত্রে নিয়ে শেষ ভোজের মধ্যদিয়ে মিলনধর্মী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয় সহযাত্রিক মণ্ডলীর একটি প্রতিচ্ছবি। আমরা দেখতে পাই বারজন শিষ্যের মধ্যে একজন তাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিবেন তা জানার পরও যিশু সকলকে একত্রে নিয়ে ভোজে বসেছেন। যিশু কাউকে বাদ দেননি, কাউকে ছোট করে দেখেনি, এমনকি শত্রুদেরকেও তিনি ঘৃণার চোখে বা ক্রোধের চোখে দেখেনি বরং তাদের প্রতি ছিল যিশুর ঐকান্তিক ভালোবাসাপূর্ণ ক্ষমার বাণী। এছাড়াও যদি আমরা আরও গভীরভাবে পুরাতন নিয়মের দিকে লক্ষ্য করি তবে ত্রি-ব্যক্তির মিলনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই "ঈশ্বর বলেন: এবার মানুষকে গড়ে তোলা যাক আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদেরই সাদৃশ্যে (*আদিপুস্তক ২:২৬*)।" ত্রিব্যক্তি একত্রে মিলে এই বিশ্বভ্রমাণ্ড সৃষ্টি করেছেন ও মানুষকে গড়ে তুলেছেন। বর্তমান সমাজে আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করি তবে অনেক অন্যায্যতা, অন্যায়, হিংসা, হানাহানি, দুর্নীতি, ঝগড়া, কলহ ও বিবাদ দেখতে পাই যা কখনোই সহযাত্রিক বা মিলনধর্মী মণ্ডলীর কাম্য বা লক্ষ্য নয়।

বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে অনেকটা এগিয়ে গেছে ও মানব সভ্যতার চরম উন্নতি সাধিত হয়েছে কিন্তু পরিবারগুলোর অনেক অবনতি হয়েছে। পরিবার হল গৃহমণ্ডলী ও মিলন সমাজ গঠনের চাবিকাঠি। পরিবার হল আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলী ও সমাজের প্রাণ। নাজারেথের পুণ্য পবিত্র পরিবার আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতিটি পরিবারের মৌলিক আহ্বান হল ভালোবাসাময় পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও প্রতিদিনকার জীবন যাপনে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পবিত্রতা বজায়, রক্ষা ও সাধন করা। বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বস্তুবাদ, ভোগবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতাসহ নানা জটিলতায় পরিবার জীবনের বিশ্বাস ও পারিবারিক সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পরিবারগুলো নানা প্রলোভনে পতিত হচ্ছে, তাই যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন "তোমরা জেগে থাক আর প্রার্থনা কর যাতে প্রলোভনে না পড়" (*মার্ক ১৪:৩৮*) বর্তমানেও আমাদের পরিবারগুলোর প্রতি যিশুর একই আহ্বান। বর্তমানে পরিবারগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভুল বুঝাবুঝির ফলে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, কলহ-বিবাদ তৈরি হচ্ছে, পারিবারিক বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা যেমন: রোজারিমালা, বাইবেল পাঠ, ও খ্রিস্টীয় নৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারগুলোতে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও গুরু জনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় মিলন সমাজ গড়ে তোলা খুব কঠিন। খ্রিস্টীয় মিলনধর্মী সমাজ ও সহযাত্রিক মণ্ডলী গড়ে তুলতে হলে পরিবারগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা প্রতিনিয়ত পারিবারিকভাবে ঐশবাণী পাঠ, শ্রবণ ও ধ্যান প্রার্থনা করে এবং এর মধ্যদিয়ে তারা যেন প্রচুর পরিমাণে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। সাধু পল কলসীয়দের কাছে পত্রে পরিবারে পিতা-মাতা ও সন্তানদের উদ্দেশে বলেছেন "পত্নীরা, তোমরা তোমাদের স্বামীর অনুগত হয়ে থাক; তেমন ভাবে থাকাই তোমাদের খ্রিস্টীয় কর্তব্য। স্বামীরা তোমরা নিজেদের স্ত্রীকে ভালোবাস, তাদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করো না। সন্তানেরা, তোমরা সমস্ত কিছুতেই তোমাদের পিতামাতার কথা মেনে চল প্রভু যে তাতেই প্রীত হন" (*কলসীয় ৩:১৮-২০*)। পরিবারগুলোতে যেন খ্রিস্টীয় মূল্যবোধগুলো চর্চা হয় যেমন: পরস্পরকে ভালোবাসা, ক্ষমা দান, পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা, বয়স্ক ও গুরুজনদের সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি। আর এই সকল মূল্যবোধগুলো আমারা দেখতে পাই যিশুর শিক্ষায় ও ঐশবাণীতে।

আমাদের মণ্ডলী হচ্ছে সহযাত্রীক মণ্ডলী। ঈশ্বর মানুষকে একা করে সৃষ্টি করেননি তিনি তার চলার জীবনে একজন সঙ্গীকেও সৃষ্টি করেছেন "তাই ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে

মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তাকে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করলেন" (আদিপুস্তক ২:২৭)। বর্তমান সময় পোপ মহোদয় আমাদের প্রত্যেককে একসাথে পথ চলতে আহ্বান জানাচ্ছেন, যাতে করে আমরা সকলে একত্রে পথ চলতে পারি। আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে এবং মণ্ডলীতে অনেক ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে (ধনী-দরিদ্র, উচু-নিচু বর্ণের, কৃষ্টিগত পার্থক্য, ভাষাগত পার্থক্য)। এই বৈষম্য বিদ্যমানের কারণে মণ্ডলীর সকলে একসাথে পথ চলতে পারছে না। বর্তমানে সমাজে চরম উন্নতির সাধনের ফলে অনেকে অনেক ধনী হয়ে যাচ্ছে ও দরিদ্রদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আদি মণ্ডলীতে আমরা অন্য চিত্র দেখতে পাই "ধর্মভাইদের মধ্যে কেউ অভাবে দিন কাটত না; কারণ তাদের মধ্যে জমির কিংবা বাড়ির যারা মালিক ছিল তারা তা বিক্রি করে দিত, এবং বিক্রি করে যে টাকাটা পেত, তা নিয়ে এসে তারা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রেখে দিত; আর সেই টাকাটা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ করে দেওয়া (*শিষ্যচরিত ৫:৩৪-৩৫*)।" আমাদের বর্তমান মণ্ডলীতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয় যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া থেকে অনেকেই বঞ্চিত, অনেকে চরম দারিদ্রের শিকার, ভূমিহীন, কর্মহীন অবস্থায় অনেকে জীবনে দিশেহারা, নতুন জীবনের স্বপ্ন তাদের কাছে কল্পনামাত্র। যাদের মৌলমানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমনটি আদি মণ্ডলীতে হত সকলে মিলে মিলনধর্মী ভ্রাতৃসমাজ গড়ে তুলেছিল। সাধু পল রোমীয়দের কাছে পত্রে বলেছেন "তোমাদের ভালোবাসার মধ্যে যেন কোন ভান না থাকে! অসৎ যা-কিছু, তা ঘৃণা কর; যা সৎ তা আঁকড়েই ধর। ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহবন্ধন গড়ে তোলে। তোমরা একে অন্যকে বেশি সম্মানের যোগ্য বলেই মনে কর। নিরলস আগ্রহ নিয়ে, উদ্দীপ্ত হৃদয়ে তোমরা প্রভুর সেবা ক'রে যাও (*রোমীয় ১২:৯-১১*)।" ঐশবাণীর আলোকে যিশুর দেখানো পথে আমরা সিনোডাল মণ্ডলী গঠন করতে পারি। আমাদের জীবনে ঐশবাণীর গুনাবলীগুলোকে চর্চা করার মধ্যদিয়ে আমরা সহযাত্রিক হয়ে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

আমরা যিশুর প্রচার কাজে দেখি তিনি পাপীদের কাছে টেনে নিয়েছেন; তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন হারানো মেষদের খুঁজতে "এতদিন তোমরা তো ছিলে যেন পথ হারানো মেষেরই মতো; এখন কিন্তু ফিরে এসেছ তাঁরই কাছে, যিনি তোমাদের আত্মার প্রতিপালন করেন, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন (*১ম পিতর ২:২৫*)।" বর্তমান জাগতিকতা, ভোগবিলাসিতা, আত্মকেন্দ্রিকতার মোহমায়ার জালে মানুষ আবদ্ধ হয়ে আছে। সকলে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব বিরাজ করছে যা সিনোডাল মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য নয়। অনেক মানুষ নানা অপকর্ম ও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু সেই পাপ কাজের জন্য কোন অনুশোচনা নেই, এমনকি পাপকে পাপ বলে মনে করছে না। আগে মানুষের মধ্যে যে ক্ষমা দেওয়া ও নেওয়ার মনোভাব ছিল তা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে, ক্ষমার মধ্যে যে ঐশরিক ভালোবাসা রয়েছে তা অনেকে বুঝতে পারছে না। যিশু এই পৃথিবীতে এসেছেন যাতে পরিপূর্ণভাবে মানুষ পরিত্রাণ পায় তাই যিশু বলেছেন "আমি তো ধার্মিকদের নয়, পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি" (*মার্ক ২:১৭*)। যিশু তাঁর প্রচার জীবনে কোন প্রকার বৈষম্য দেখাননি তিনি পাপী-তাপী, চোর, করগ্রাহক, পতিতাদের সাথে মিশেছেন। তিনি করগ্রাহকের ও ফরিসীদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন, যদিও বর্তমান বাস্তবতায় আমরা এই সকল ব্যক্তিদের সাথে পথচলাকে হীন বলে মনে করি ও তাদের এড়িয়ে চলি নিজেদের মান-মর্যাদার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পুণ্যপিতা আমাদেরকে আহ্বান করেন মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে ভ্রাতৃত্ববোধ, বুঝাতে হবে আমরা সকলে ঈশ্বর সন্তান। তিনি আমাদের প্রত্যেককে একই মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করছেন। যারা পাপ ও বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত তাদেরকে বুঝাতে হবে আমাদের ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু তিনি সকলের পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদের আহ্বান করেন পিতার নিকট ফিরে যেতে। .....

যিশু এই পৃথিবীতে শান্তি, ন্যায্যতা স্থাপন করতে এসেছেন। সমাজে শান্তি রক্ষা, মানবাধিকার ও ন্যায্যতা ধরে রাখা এবং মিলন সমাজ গড়ে তোলা বর্তমানে মণ্ডলীর আহ্বান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এই মানব সমাজে শান্তি, মানবাধিকার ও ন্যায্যতার অনেক অভাব। ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মিলন সমাজ গড়ে তোলার জন্য শান্তি স্থাপন, মানবাধিকার রক্ষা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা অনেক প্রয়োজন আর তা গড়ে তুলতে হবে মঙ্গলবাণীর আলোকে। সকলে মিলে সমাজে মঙ্গলজনক কাজে, শান্তি স্থাপনে, মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। যিশু বলেছেন "যেখানে দুই বা তিনজন আমার নামে একত্রিত হয়, সেখানে আমি তাদের মাঝে উপস্থিত থাকি" (*মথি ৮:২০*) অর্থাৎ আমাদের একার পক্ষে মিলনধর্মী সহযাত্রিক মণ্ডলী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আমদের ঈশ্বরের মধ্যে যেমন কোন পক্ষপাত্তি নেই, তেমনি আমাদেরও হতে হবে কারণ আমরা সকলেই ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষ। আমরা যিশুর জীবনে দেখি তিনি কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, পঙ্গুকে চলার শক্তি দিয়েছেন, মৃতকে জীবন দান করেছেন। সকল মানুষ যেন মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, একই সাথে মানব মর্যাদা লাভ করে তারা যেন নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন, এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতনতা দান করতে হবে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের আলোয় আলোকিত হয়ে আমরা প্রত্যেকে যেন খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে পারি, হয়ে উঠতে পারি একটি আনন্দপূর্ণ মিলন সমাজ, সহযাত্রিক মণ্ডলী।

যিশু বলেছেন "সুস্থ সবল যারা, তাদের তো চিকিৎসকের কোন প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন হয় তাদেরই, ব্যধিগ্রস্থ যারা!" (*মার্ক ২: ১৭*)। আদি মণ্ডলীতেও আমরা দেখতে পাই প্রেরিত শিষ্যগণ অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থতা দান করেছেন, অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, পঙ্গুকে সুস্থতা দান করেছেন। আমাদের সমাজে যেমন সুস্থ মানুষের বসবাস রয়েছে তেমনিভাবে অনেক অসুস্থ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষও রয়েছে। তারা পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নানা ভাবে সুবিধা বঞ্চিত ও বৈষ্যমের শিকার হচ্ছে। কোথাও কোথাও যদিও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সেবাযত্ন করেন, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেকাংশে কম। পরিবার ও সমাজের মানুষদের বোঝাতে হবে তারও ঈশ্বর সন্তান এবং তাদের জন্য যেমন মণ্ডলী চিন্তা করে তেমনি ভাবে পরিবারেরও চিন্তা করতে হবে। পরিবার ও সমাজের তাদের প্রতি আরো সংবেদনশীল ও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, তাদের প্রতি আমাদের আরও বেশি বাস্তবধর্মী পালকীয় যত্ন নিতে হবে ও তাদের জন্য বিভিন্ন পালকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যেন তার আরো বেশি ভালোবাসা, মর্যাদা, স্নেহ-যত্ন ও সেবা লাভ করে কারণ তারাও খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য এবং এভাবেই ঐশবাণীর আলোকে আমরা সহযাত্রিক মিলনধর্মী খ্রিস্টীয় সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

"সুতরাং যাও: তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর; পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর!" (*মথি ২৮:১৯*)। শিষ্যদের কাছে যিশুর শেষ আদেশ জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাণী প্রচার করার আহ্বান। আর শিষ্যগণ তাঁর আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত ছিলেন। তারা বাণী প্রচারে গিয়ে ঐশবাণীর আলোকে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গড়ে তুলেছেন। তাদের যত্ন নিয়েছেন, লালন-পালন করেছেন আর যা কিছু করেছেন সব কিছুই করেছেন যিশুর নামে ঐশবাণীর আলোকে। একই দীক্ষা, একই শিক্ষা, ও একই মণ্ডলীর শিষ্য হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের মিলন সমাজ গড়ে তোলা এবং তার ঐশবাণী প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঈশ্বরের কৃপা, দয়া, করুণা, ক্ষমা, ভালোবাসার অনেক প্রয়োজন। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ঐশবাণীর মধ্যদিয়ে ধ্যান, প্রার্থনা করা আবশ্যক যেমনটি আদিমণ্ডলীতে করতো। আর এই বাণী আমাদেরকে নিয়ে যাবে শাশ্বত জীবন পথে, ঈশ্বরের আবাসে। ঐশবাণীর আলোকেই আমরা গড়ে তুলতে পারবো এক নতুন বিশ্ব এক নতুন সহযাত্রিক, মিলনধর্মী সমাজ।

সহায়কগ্রন্থ

- মঙ্গলবার্তা বাইবেল (নব সন্ধি) ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০০২।
- কস্তা, এস. দিলীপ, *আমার ধর্মপল্লী আমার দায়িত্ব*, ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০২২।
- ফাদার দিলীপ, এস. কস্তা, 'মিলনধর্মী খ্রীষ্টমণ্ডলী ও সিনড্', প্রদীপন (১ম ও ২য় সংখ্যা), ঢাকা, ২০২২॥

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত "জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর" ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

২) স্থানীয়ভাবে ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান বাড়াতে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সেমিনারীর শিক্ষকদের সম্পাদনায়, সহযোগিতায় ঐশতাত্ত্বিক পত্রিকা "প্রদীপন" প্রথম যাত্রা করে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ঘটা ক'রে এটির রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। এ পর্যন্ত 'প্রদীপন' তার যাত্রার ৪৬ বছর অতিক্রম করছে আর দেশ ও মণ্ডলীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন বনানী সেমিনারীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অংকুর' প্রথমবারের মত আত্মপ্রকাশ করে যেন দেশের ভক্তজনগণ সেমিনারীর ক্রিয়াকলাপ জানতে ও বুঝতে পারেন, খবরা-খবর জানতে পারেন। এটি তার প্রথম আত্মপ্রকাশের ৪৫তম বছর অতিক্রম করছে।

৪) ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম বারের মত ছাপার আকারে সেমিনারীর "হ্যান্ডবুক ও ক্যালেন্ডার" প্রকাশিত হয়। আজও এ সবগুলির নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত আছে। তাছাড়াও বনানী থেকে সেমিনারীর নির্দেশিকা ও নিয়মনীতির ২য় সংকলন ইংরেজীতে প্রকাশ করা হয়েছে ২০১০ এর ২৩ মে।

৫) ২০০১ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশ মণ্ডলীর বার্ষিক কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজীতে) প্রকাশনায় এ সেমিনারী থেকে সহায়তা করা হয়।

বনানী চ্যাপেল/ গির্জার বিষয়ে কিছু কথা- বর্তমান যে টেলিফোন ঘর বা বসার ঘর, আগে সেলাই মেশিন ছিল সেটি সেমিনারীর প্রথম চ্যাপেল ছিল, যার পশ্চিমের অর্ধেক অংশ আজও চ্যাপেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; পরে মাঝখানে ২য় চ্যাপেল হয় লাইব্রেরীর নীচের ঘর (২০০২ এর ১২ মে, রবিবার এ চ্যাপেলে শেষ মীসা হয়। ২০০৩ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সেমিনারীর পুরাতন চ্যাপেল সেমিনারী হলরূপে ব্যবহার শুরু হয়) এবং শেষে ৩য় ও বর্তমান চ্যাপেল ২০০২ এর ১৭ মে পবিত্র আত্মার গির্জা উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করা হয়। শুক্রবার, মে ১৭ তারিখের সকাল ৯টার গির্জা আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও। পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি এডওয়ার্ড জে, এডামসসহ দেশের সকল বিশপ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ৬৪ জন পুরোহিত এবং সকলে মিলে ১০০০ জন মানুষ তাতে অংশ নেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১ মে, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও পোপের প্রতিনিধি এডওয়ার্ড জে, এডামস অনেক মানুষের উপস্থিতিতে গির্জার মাটি খননের কাজ আশীর্বাদ করেন, পরে জুন মাসের ৪ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিট তিনিই নূতন চ্যাপেলের ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রায় ১১২৯৮ জন মানুষের এক বছরের বেশি সময় কাজে এ উপাসনালয় নির্মিত হয়।

বনানী সেমিনারীর বই ভাণ্ডার/লাইব্রেরী বিষয়ে কিছু কথা: বর্তমান লাইব্রেরীর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আর তা শেষ হলে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট থেকে নীচে চ্যাপেলরূপে ব্যবহার শুরু হয় আর উপরে লাইব্রেরীরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। আর আস্তে আস্তে সেটি উন্নত ও সুন্দর করতে শুরু করেন সেমিনারীর দীর্ঘদিনের অধ্যাপক ব্রাদার জ্যাক সীসের, তেইজে। উনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পবিত্র বাইবেলের অধ্যাপকরূপে সেমিনারীতে যোগ দেন। তার আগে প্রথম থেকে এর দায়িত্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার আর্নেষ্ট। উনি ১৯৮১ তে দেশে চলে গেলে ব্রাদার জ্যাক লাইব্রেরীয়ান হিসেবে সে দায়িত্ব নেন এবং লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন বিশ্বস্তভাবে সেবাকাজ করছেন। বর্তমানে এটি বইয়ের এক বিশাল ভান্ডার যার বই সংখ্যা ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৪০,৪৯০। গবেষণা, লেখাপড়ার জন্য এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও উপযোগী পাঠাগার। খ্রিস্টান মণ্ডলী তথা দেশের জন্য এটির স্থান উল্ল্যেখযোগ্য। সময় অনুসারে দেশী বিদেশী বেশ কয়েকজন সিস্টার আমাদের সেমিনারীর পাঠাগারে সেবাদান করেছেন। শেষে এসএমআরএ সিস্টার এমেলি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে পাঠাগারে যোগ দিয়ে ধাপে ধাপে দীর্ঘদিন বিশ্বস্ততার সাথে সেখানে নানা কাজে সহায়তা করছেন। আমাদের সেমিনারীযানগণও নিয়মিতভাবে লাইব্রেরীর কাজে সহায়তা করছেন। হতে পারে ভবিষ্যতে এ পাঠাগার আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করলে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যাবে।

এ উচ্চ সেমিনারী রোমের উর্বানিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখারূপে যুক্ত হল

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের দীপ্তসাক্ষ্যের ডিসেম্বর সংখ্যার ১৭ পৃষ্ঠায় এবিষয়ে এভাবে লেখা হয়: আমাদের বিদ্যাপিঠের জীবনে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে এ সংযোজিত হয়েছে একটি সুবর্ণ অধ্যায়। বনানীস্থ জাতীয় উচ্চ সেমিনারী রোমের পন্টিফিক্যাল উর্বানিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখারূপে অন্তর্ভুক্ত (affiliated) হয়েছে। এ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র রোমের কাথলিক সংস্থা থেকে গত ১৩ মার্চ, ১৯৯৬ বাংলাদেশের প্রাক্তন ভাটিকান রাষ্ট্রদূত আদ্রিয়ানো বের্নাদিনির মাধ্যমে তাঁর শুভেচ্ছা বাণীসহ সেমিনারীর পরিচালক ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমার নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে বছর থেকে বনানী সেমিনারীতে উর্বানিয়ানার পড়াশোনার পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হচ্ছে, ফলে বনানীর শিক্ষাবর্ষ ৫ বছর থেকে ৬বছরে গিয়ে দাঁড়ায়। সেমিনারীর ইতিহাসে প্রথম বাকালরেট পরীক্ষা হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ ও ১২ ডিসেম্বর, ৩ জন ছাত্র প্রথমবার ৬ বছরের পাঠ্যসূচী শেষ করে এ পরীক্ষায় অংশ নেন।

সেমিনারীর স্বর্ণ জয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি ও কিছু কথা

সকলে মিলে সময় নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা ক'রে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে যেন বনানী সেমিনারীর এ ৫০ বছরের দীর্ঘ যাত্রা ও জীবন সুন্দরভাবে উদ্‌যাপন করা যায়। এর জন্য সেমিনারীর পরিচালক মণ্ডলী, শিক্ষক বর্গ ও ভিতরে-বাইরে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে সুষ্ঠু চিন্তা ও পদক্ষেপ প্রয়োজন। পুরাতন সেমিনারীয়ান, বর্তমান সেমিনারীয়ান, ধর্মপ্রদেশ, যাজকবর্গ, যারা নানাভাবে অবদান রেখেছেন, কাজ করেছেন, যারা পড়াশোনা করেছেন; ব্রাদার, সিস্টারগণ, উপকারী ব্যক্তিবর্গ, খ্রিস্টভক্ত সকলকে জড়িত ক'রে এটি উদ্‌যাপন করলে বেশি ভাল লাগবে, অনেক ফল পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ দে'য়া, আনন্দ করা, নতুন চিন্তা করা হল এদিনের বড় বিষয়। সেজন্য সকলে জড়িত হয়ে ধর্মানুষ্ঠান, আলোচনা, লেখালেখি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলনমেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এটি পালন করলে নানাভাবে সুন্দর হতে পারে।

সেমিনারীর বিভিন্ন কার্যক্রম-

সেমিনারীয়ানদের গঠনের জন্য ও ভবিষ্যত কাজের জন্য তাদের দক্ষ করার জন্য সেমিনারীর ভিতরে ও বাহিরে নানা কার্যক্রম রয়েছে। যেমন নানা পর্যায়ে পালকীয় কাজ, বিভিন্ন স্থানে আহ্বান দিবস পালন, পাস্কা ও অন্যান্য বিশেষ দিনে ধর্মপল্লীতে সহায়তা দান, বাংলা ইংরেজি বিতর্ক, উপলক্ষ অনুসারে সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সেসবে অংশগ্রহণ, পত্রিকা প্রকাশ, বুলাকিপুর গঠন কার্যক্রম, মঙ্গলবারের বিশেষ খ্রিস্টযাগ ইত্যাদি। নিচে কয়েকটির একটু বর্ণনা দেয়া হল। (চলবে)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: সম্ভাবনার নতুন দ্বার

রানা মিখায়েল সরদার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্ম হয় বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে। অ্যালান ট্যুরিং তার প্রকাশিত পত্র কম্পিউটার মেশিন ও বুদ্ধিমত্তা যেখানে তিনি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন যে, মেশিন কি চিন্তা করতে পারে? ট্যুরিং এই পত্রের শেষে কিছু সম্ভাবনায় পৌছায় যার মধ্যে একটি দাবা খেলার মত কঠিন সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। কিন্তু 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' নাম প্রথম ব্যবহার করেন জন ম্যাকার্থি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে নিউ হ্যামশায়ারের হ্যানোভার শহরে অবস্থিত ডার্টমাউথ কলেজে অনুষ্ঠিত এক একাডেমিক কনফারেন্সে তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি স্ট্যাডফোর্ড এআই ল্যাব নির্মাণ করেন। যেখানে মারভিন মিনস্কাই, অ্যালেন নিউয়েল, হার্ভাড সাইমন প্রমুখ যোগ দেন এবং তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গোড়াপত্তন করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিউয়েল ও সাইমন জিপিএস এর ধারণা দেন যেটির লক্ষ্য ছিল কোন যৌক্তিক সমস্যার সমাধান। এভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিন্তা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি?

Artificial Intelligence (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি নির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে । যা হল মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি ।

যুক্তরাজ্যের নর্থ ওয়েষ্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞানের অধ্যাপক ল্যারি বার্ণবাউন বলেন, 'সাধারণভাবে বলতে গেলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত কাজ করতে যন্ত্র তৈরি ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরত্ব দেয় । একই কাজ কোন ব্যক্তি করলে আমরা তাকে বুদ্ধিমান বলে থাকি ।'

আবার, আন্দ্রেয়া কাপলান ও মাইকেল হেনলিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞায় বলেন, 'এটি একটি সিস্টেমের বহির্ভূত তথ্য সঠিকভাবে ব্যখ্যা করতে পারার ক্ষমতা, এমন তথ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা ব্যবহার করে অভিযোজনের মাধ্যমে বিশেষ লক্ষ্য ঠিক করা।'

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের আচরণ ও চিন্তাশক্তির আদলে জটিল সমস্যার সমাধান করে । এটি নির্ভুল তথ্যের পাশাপশি মানুষের আদলে বুদ্ধিমত্তা থাকায় সাইবার নিরাপত্তা, ভিডিও গেমস, নকশা, স্মার্ট গাড়ি, ডেটা সেন্টার ব্যাবস্থাপনাসহ বিভিন্ন খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তেমনি এর চাহিদাও ব্যপক ।

পোপ ফ্রান্সিস মানবজাতির উন্নয়নে AI এর বিশাল সম্ভাবনার কথা বলেছেন তার বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে 'শান্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' নামক বিশেষ পত্রে (১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.) তিনি বলেন, AI একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি যা মানবতার জন্য অনেক সুবিধা বয়ে আনতে পারে। এটি আমাদের জীবনকে অনেক সহজ ও সুবিধাজনক করে তুলতে পারে। এটি আমাদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবেশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে সহায়তা করতে পারে।

কিছু জনপ্রিয় AI Tools এর নাম হল ChatGpt, Google Bard, Chatsonic, Midjourney, DALL-E, SlidesAI, Alli AI, aiXcoder, Looka, Jasper, SEO.ai Browse AI, Copy.ai, Profile Picture AI, HoppyCopy, Fliki, Writesonic, Adcreative.ai, Rytr, Canva Text to Image ইত্যাদি।

যেভাবে কাজ করে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন একটি প্রক্রিয়া যা কম্পিউটার নিজ থেকে অনেক তথ্য বিশ্লেষণ করে এর জন্য আলাদা কোন প্রোগ্রামারের নির্দেশের প্রয়োজন পড়ে না। কোন কম্পিউটারকে যদি বিপুলসংখ্যক তথ্য যোগান দেওয়া হয় তবে এটি বিভিন্ন প্যাটার্ন বা ধরন শনাক্ত করে ও সব তথ্য একত্রিত করে একটি ফলাফল প্রদান করে। এ প্রক্রিয়ার মূল হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক। AI বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যোগসূত্র খুজে বের করে। মানুষের মস্তিষ্কের মতো বিভিন্ন স্তরের কৃত্রিম নিউরনের মাধ্যমে এগুলি পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান করে। আর এটি মূলত একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবেও কাজ করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিভিন্নি তথ্য প্রদান, ছবি-আঁকা, কবিতা, গান, গল্প তৈরি, বড় গাণিতিক সমস্যার সমাধান, সফটওয়ার তৈরি, প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদি করতে সক্ষম।

আমাদের মানব মস্তিষ্কে অসংখ্য নিউরন রয়েছে। আর এ নিউরন গুলো পরস্পরের সাথে তথ্য আদান প্রদান করে বলেই আমরা বিভিন্ন ধরনের চিন্তা করা ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি লাভ করি। ঠিক একইভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় কিছু কৃত্রিম নিউরন গাণিতিকভাবে তৈরি করা হয়। যেগুলোকে বলা হয় (Perceptron) পারসেপট্রন। আর এ কৃত্রিম নিউরন গুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে তাকে বলে নিউরাল নেটওয়ার্ক। আমরা কোন তথ্যের যদি সন্ধান করি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তবে এটি সহজেই এই প্রক্রিয়ায় সঠিক তথ্য খুঁজে দিতে সক্ষম।

কম্পিউটার নিউরাল নেটওয়ার্কে বেশি ডেটা দিয়ে যদি আমরা প্রশিক্ষণ দেই তবে সেটি ভাল কাজ করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সে সকল ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা হয় তাহলে C/C++, Java, Python, SHRDLU, MATLAB, PROLOG, LISP, CLISP ইত্যাদি ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকারভেদ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হল মেশিনকে মানুষের মতো কাজ করতে শেখানো। AI-এর অনেক প্রকার রয়েছে, কিন্তু সেগুলিকে সাধারণত কার্যকারিতা এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

ক. কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে

১। প্রতিক্রিয়াশীল মেশিন (Reactive Machines): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি শুধুমাত্র বর্তমান পরিস্থিতিতে ফোকাস করে এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম ক্রিয়া অনুসারে তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। উদাহরণস্বরূপ, দাবা খেলার জন্য AI সিস্টেমগুলি প্রতিক্রিয়াশীল মেশিন।

২। সীমিত মেমরি (Limited Memory): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি অতীত অভিজ্ঞতা বা কিছু ডেটা অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্ব-চালিত গাড়িগুলি সীমিত মেমরি সিস্টেম।

৩। অর্থপূর্ণ মেমরি (Semantic/Meaningful Memory System): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি অতীত অভিজ্ঞতা বা ডেটাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলিতে ব্যবহৃত AI সিস্টেমগুলি অর্থপূর্ণ মেমরি সিস্টেম।

৪। মনের তত্ত্ব (Theory of Mind): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি মানুষের আবেগ, বিশ্বাস এবং সামাজিকভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম। এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি এখনও গবেষণাধীন।

৫। স্ব-সচেতনতা (Self-Awareness): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি সুপার বুদ্ধিমান হবে এবং তাদের নিজস্ব চেতনা, অনুভূতি এবং আত্ম-সচেতনতা থাকবে। এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি এখনও অনুমানমূলক।

খ. ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে

১। সংকীর্ণ AI (Narrow Artificial intelligence): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্পিচ রিকগনিশন এবং ইমেজ রিকগনিশন সিস্টেমগুলি সংকীর্ণ AI সিস্টেম।

২। সাধারণ AI (General Artificial intelligence): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি মানুষের মতো দক্ষতার সাথে যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্পাদন করতে

পারে। এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি এখনও গবেষণাধীন।

৩। সুপার AI (Super Artificial intelligence): এই ধরনের AI সিস্টেমগুলি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং জ্ঞানীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মানুষের চেয়ে যে কোনও কাজ ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে। এই ধরনের AI সিস্টেম এখনও অনুমানমূলক।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভাল দিকগুলি

১. শিক্ষাক্ষেত্রে: শিক্ষার্থীরা দ্রুততম সময়ে তাদের ফলাফল পেতে এটি ব্যবহার করা যায়। মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের (MCQ) সঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চ্যাটবট ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনেক শিক্ষার্থী গুগলের বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহার করছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গাইড হিসেবে চ্যাটবট ব্যবহার করছে, যা শিক্ষার্থীদের ইনস্টিটিউটের বিস্তারিত তথ্য জানতে সহায়তা করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যও বাড়তি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। যেহেতু এর অ্যালগরিদম শিক্ষার্থীর দক্ষতা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দিতে পারে, তাই এটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে সহায়ক হতে পারে। আবার খান একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সালমান খান শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহারে অন্যতম অবদান রেখে চলেছেন । তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্প্রতিও খানমিগ্নে নামে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত শিক্ষা সহায়ক চালু করেছে। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, এটি শিক্ষকদের পাঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরি করে দিতে সহায়ক।

শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক ব্যবহারের অর্থ হবে এর সম্পূর্ণ কাঠামো পরিবর্তন করা। কিন্তু সঠিকভাবে যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করা যায় এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি এর দক্ষতার উন্নতি করতে পারে, তাহলে সেটা একইভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য বাড়তি সহায়ক হতে পারে।

২. উন্নত স্বাস্থ্য সেবায়: আধুনিক বিশ্বে উন্নত স্বাস্থ্যসেবার AI ক্ষেত্রে একটি জীবন রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রোগ নির্ণয়, ওষুধ আবিষ্কার, প্রয়োজনের সময় জরুরি পরামর্শ এমনকি বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিকল্পনায় সহায়তা করছে। এআই অ্যালগরিদমগুলো প্রচুর পরিমাণে মেডিকেল ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারে। ডাক্তারদের আরও সঠিক ও নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করতে এবং উপযোগী চিকিৎসা প্রদান করতে সক্ষম করে তোলে। মানুষের দক্ষতা এবং এআই-এর সমন্বয়ে ওষুধেও বিপ্লব ঘটাতে পারে।নতুন আবিষ্কার: AI ব্যবহার করে আমরা নতুন জিনিস আবিষ্কার করা। উদাহরণস্বরূপ, AI ব্যবহার করে আমরা নতুন ওষুধ আবিষ্কার মহাআকাশ গবেষণা ইত্যাদি যা জীবন বাঁচাতে পারে।

৩. কৃষিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়ে উঠেছে আধুনিক কৃষি ক্ষেত্রেও অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মদিনা টেক লিমিটেডের নেতৃত্ব একদল তরুণ আইটি ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষিবিদরা যুগান্তকারী অ্যাপ তৈরি করেছেন যেটি 'ডা. চাষি' নামে পরিচিত। এ অ্যাপের মাধ্যমে ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের সঠিক তথ্য নির্ণয় ও সমাধান করা যায়। এ অ্যাপ দিয়ে ফসলের আক্রান্ত স্থানের ছবি তোলা সম্ভব হলে 'ডা. চাষি' বলে দেবে ফসলের সমস্যা ও তার সমাধান। ইতিমধ্যে 'ডা. চাষি' অ্যাপ তৈরির জন্য বেসিসের আইসিটি চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড ২০২২ লাভ করেছে মদিনা টেক লিমিটেড। সুতরাং কৃষি ক্ষেত্রেও এটি এভাবে অনেক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. পরিবেশ: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পরিবেশগত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এটি জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার মোকাবেলা করতে সাহায্য করতে পারে।

৫. পরিবহন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় পরিবহন ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব। এটি যানজট কমাতে, দুর্ঘটনা কমাতে এবং পরিবহনকে আরও দক্ষ করতে সাহায্য করতে পারে।

৬. বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ও বিভিন্ন গবেষনা করতে ব্যবহার করা যায় যা মানুষের জীবনের ঝুকি কমায় ও সময় অনেক কমায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছু নেতিবাচক দিক

১. বেকারত্ব: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অনেক কাজ স্বয়ংক্রিয়, নির্ভুল ও অল্প সময়ে করা সম্ভব। সুতরাং অনেক প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে বেশি গুরত্ব দিবে ফলে অনেকেই তাদের চাকরি হারাবে। তাই এটি বেকারত্বের হার বৃদ্ধি করতে পারে।

২. ডিপফেক: ডিপফেক হল এমন একটি প্রযুক্তি যা অবিকল বাস্তব মনে হয় এমন ছবি, ভিডিও বা অডিও তৈরি করে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ছবি বা ভিডিও বিভ্রান্তি ছড়ানো বা ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যা মানুষের জন্য হুমকির কারণ।

৩. উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতা: জেনারেটিভ এআই আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। এটি আমাদের এমন জিনিস তৈরি করতে সাহায্য করে যা আমরা নিজেদের তৈরি করতে পারতাম না যেমন: কবিতা, কোন বিষয়ে লেখা, গান ইত্যাদি। এর ফলে আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতাকে বিকাশ করতে ব্যর্থ হতে পারি।

৪. পক্ষপাত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যালগরিদমগুলি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডেটাতে পক্ষপাত থাকতে পারে। এটি বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে।

৫. নিরাপত্তা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমগুলি হ্যাকিং এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকির শিকার হতে পারে। এটি গোপনীয়তার লঙ্ঘন, সম্পদের ক্ষতি এবং এমনকি জীবনের হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

পোপ ফ্রান্সিস এআই-এর সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, এআই ব্যবহার করে সহিংসতা, বৈষম্য এবং অস্বাভাবিকতা তৈরি করা যেতে পারে। এআই-এর বিকাশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

পোপ ফ্রান্সিস তার রচনায় এআই-এর জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলির প্রয়োগের পরামর্শ দেন:

১. মানবতাবাদ: এআই মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত।

২. ন্যায়বিচার: এআই ব্যবহারে সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা উচিত।

৩. স্বাধীনতা: এআই ব্যবহারে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত।

৪. দায়িত্বশীলতা: এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা অবলম্বন করা উচিত।

সামগ্রিকভাবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা আমাদের জীবনকে অনেক উপায়ে উন্নত করতে পারে। তবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বুঝতে হবে এবং এটিকে দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

1. একাদশ-দ্বাদশ শেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বই।
2. https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html
3. https://www.prothomalo.com/world/n6bhnfahya
4. https://www.azharbdacademy.com/2022/06/Artificial-intelligence-definition-and-types.html
5. https://www.prothomalo.com/world/n6bhnfahya.

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের টুকিটাকি

৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশের জন্য এবং বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্যই ছিল একটি বিশেষ দিন। সব মিলিয়ে বলা যেতেই পারে এটি যেন একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন। কেননা উক্ত দিনেই হয়ে গেল বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অনেক দুঃসময় পার করেই যেন সমাপ্ত হল নির্বাচনের এই বিশেষ দিনটি। এই নির্বাচনকে ঘিরে গত কয়েক মাস ধরেই চলছিল হরতাল, অবরোধসহ রাজনৈতিক কর্মসূচী ইত্যাদি। দেশের সকল মানুষই ছিল এই দুঃসময়ের ভাগিদার। সবাইকেই এই খারাপ দিনগুলিতে ভুগতে হয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবারই একটি চাওয়া ছিল দেশ যেন আবার আগের মত হয়। এই দ্বাদশ নির্বাচন নিয়ে সবাই ছিল আতঙ্কে কি হয়! কি হয়! কিন্তু সবার দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক কাটিয়ে ৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এবং দেশ পেল নতুন এক সরকার, নতুন মন্ত্রীদের। যারা এই নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছেন তাদের তো বটেই অন্যদের আশা-প্রত্যাশা এই নতুন সরকার যেন দেশ ও সকল জনগণের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে পারে-এটাই দেশবাসীর কাম্য।

তফসিল ঘোষণা:

বাংলাদেশের একাদশ সংসদের মেয়াদ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল। অর্থাৎ এরই মধ্যে নির্বাচন করার তারিখ ঘোষণা করতে হত। নিয়মানুযায়ী তফসিল ঘোষণা থেকে ভোট গ্রহণের দিনের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের পার্থক্য থাকতে হয়। এছাড়াও আরও অনেক বিষয় থাকে এই তফসিল ঘোষণার মধ্যে। যেহেতু জানুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন করতে হবে সেই কথা চিন্তা করে নির্বাচন কমিশন থেকে ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ঘোষণা করা হয় যে, ৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মনোনয়ন পত্র:

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন দলের মনোনয়ন পত্র কেনার ধুম। বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন সময় মত জমাও দেয়। ৩০ নভেম্বর ছিল জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ৩০০টি আসনের বিপরীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্রসহ মোট ২ হাজার ৭১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিল। এর মধ্যে নিবন্ধিত ২৯টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ছিলেন ১ হাজার ৯৬৬ জন। এবার সর্বাধিক ৭৪৭ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ৪৪টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রয়েছে। এর মধ্যে বিএনপিসহ সমমনা ও সরকারবিরোধী ১৫টি দল নির্বাচনের বাইরে। ইসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ২৭১৩ প্রার্থীর মধ্যে ১৮৯৬ জন প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য টিকে ছিল।

নির্বাচনী প্রচারণা:

নির্বাচন প্রার্থীদের হাতে প্রচারণার সময় ছিল ১৯ দিন। প্রতীক পাওয়ার পর থেকেই তারা যার যার মত প্রচারণার কাজে নেমে পড়ে। এই প্রচারণা চলে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রচারণার কিছু নিয়ম অবশ্যই প্রার্থীদের মানতে হয়। পোস্টার রঙিন করা যাবে না। পোস্টারে প্রার্থী ছাড়া দলীয় প্রধানের ফটো ব্যবহার করা যাবে, তবে তা দড়িতে ঝুলিয়ে প্রচার করতে হবে। ৪'শ বর্গফুট এলাকার বেশি বড় কোনো প্যান্ডেল করে প্রচার চালানো যাবে না। কাপড়ের তৈরি ব্যানার করে প্রচার চালানো গেলেও ডিজিটাল ডিসপ্লে ব্যবহার করা যাবে না। জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা হয়, এমন কোনো কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে হবে। এছাড়াও আরও অনেক বিধি নিষেধ মেনে নির্বাচন প্রচারণা করতে হয়। এবং বেশিরভাগ তা মেনেই প্রচারণা চালিয়েছে।

মোট ভোট কেন্দ্র ও ভোটার:

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ছিল ৪২ হাজার ১০৩টি। আর ভোটার সংখ্যা ১১ কোটি ৯৫ লাখ ১ হাজার ৫৮৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৭ লাখ ৭১ হাজার ৫৭৯ জন এবং নারী ভোটার ৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৯ হাজার ২০২ জন। আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৮৫২ জন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ও নিরাপত্তা:

চার লাখ ছয় হাজার ৩৬৪ জন প্রিজাইডিং অফিসার, দুই লাখ ৮৭ হাজার ৭২২ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার ৪৪৩ জন পোলিং অফিসার, মোট নয় লাখ নয় হাজার ৫২৯ জন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানিয়েছেন, ভোটের আগে পরে ১৩ দিন নিয়োজিত ছিলেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আনসারের পাঁচ লাখ ১৬ হাজার সদস্য, কোস্টগার্ডের ২ হাজার ৩৫০ জন, বিজিবির ৪৬ হাজার ৮৭৬ সদস্য, পুলিশের (র‍্যাবসহ) ছিলেন ১ লাখ ৮২ হাজার ৯১ জন সদস্য। অর্থাৎ সাত লাখ ৪৭ হাজার ৩২২ জন সদস্য ভোটের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন। এছাড়া মাঠে থাকবে সশস্ত্র বাহিনীও।

শতকরা ভোট :

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। সিইসি বলেন, এবারের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৫ লাখ ১ হাজার ৫৮৫ জন। তাদের মধ্যে ৪ কোটি ৯৯ লাখ ৫৫ হাজার ৪৪৫ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। এর শতকরা হার ৪১ দশমিক ৮ ভাগ।

ভোটের ফলাফল:

ফল অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে ২২২টি আসনে, জাতীয় পার্টি (জাপা) ১১ আসনে এবং জাসদ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে। আর ৬২ টি আসনে জয়ী হয়েছে স্বতন্ত্র পার্টি।

শপথ গ্রহণ:

১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। প্রধানমন্ত্রীসহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য ৩৭ জন। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া পূর্ণ মন্ত্রী ২৫ জন। এর মধ্যে দুজন টেকনোক্র্যাট (সংসদ সদস্য নন)। এ ছাড়া ১১ জন প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন।

কে কোন দপ্তর পেয়েছেন:

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া বিদায়ী মন্ত্রিসভার কয়েকজনকে আগের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেই রাখা হয়েছে। আবার আগের মন্ত্রিসভার কয়েকজনকে নতুন মন্ত্রিসভায় রাখা হলেও মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন করে স্থান পাওয়া মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা	- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় রয়েছে।
২. আ ক ম মোজাম্মেল হক	- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩. ওবায়দুল কাদের	- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৪. আবুল হাসান মাহমুদ আলী	- অর্থ মন্ত্রণালয়
৫. আনিসুল হক	- আইন মন্ত্রণালয়
৬. নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	- শিল্প মন্ত্রণালয়
৭. আসাদুজ্জামান খান	- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৮. মো. তাজুল ইসলাম	- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
৯. মুহাম্মদ ফারুক খান	- বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০. মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ	- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১১. দীপু মনি	- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল
১২. সাধন চন্দ্র মজুমদার	- খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৩. আবদুস সালাম	- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৪. মো. ফরিদুল হক খান	- ধর্ম মন্ত্রণালয়
১৫. র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী	- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১৬. নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	- ভূমি মন্ত্রণালয়
১৭. জাহাঙ্গীর কবির নানক	- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৮. মো. আবদুর রহমান	- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৯. মো. আবদুস শহীদ	- কৃষি মন্ত্রণালয়
২০. ইয়াফেস ওসমান	- (টেকনোক্র্যাট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২১. সামন্ত লাল সেন	- (টেকনোক্র্যাট) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
২২. মো. জিল্লুল হাকিম	- রেলপথ মন্ত্রণালয়
২৩. ফরহাদ হোসেন	- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২৪. নাজমুল হাসান	- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২৫. সাবের হোসেন চৌধুরী	- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৬. মহিবুল হাসান চৌধুরী	- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এক নজরে বিগত নির্বাচনগুলোর সময়সূচি:

প্রথম সংসদ	: ৭ মার্চ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংসদ	: ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
তৃতীয় সংসদ	: ৭ মে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
চতুর্থ সংসদ	: ৩ মার্চ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
পঞ্চম সংসদ	: ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
ষষ্ঠ সংসদ	: ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
সপ্তম সংসদ	: ১২ জুন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
অষ্টম সংসদ	: ১ অক্টোবর ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
নবম সংসদ	: ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
দশম সংসদ	: ৫ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
একাদশ সংসদ	: ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
দ্বাদশ সংসদ	: ৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

উপসংহার: নির্বাচন প্রতিটি দেশের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচনের মধ্যদিয়েই দেশের জনগণ তাদের এবং দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে পরবর্তী সময়ের জন্য। যদি জনগণ ভুল প্রার্থী নির্বাচন করে তাহলে তা দেশের জন্য ও জনগণের জন্য বিপদজনক। সেজন্য সকল ভোটারাই চান নিজের ভোট নিজে দিতে যাকে যোগ্য মনে করেন তাকে দিতে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশের জন্যও এবারের সরকার ও মন্ত্রিপরিষদ ভালো কিছু নিয়ে আসবে। সকল ধরনের দুর্নীতি, পাচার, সিন্ডিকেট বন্ধ করবে ও জনগণের সুষ্ঠভাবে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রত্যাশাই করি। আবারও সকল নির্বাচিত প্রার্থীদের জানাই অভিনন্দন।

সহায়ক তথ্যসূত্র: বিডি নিউজ২৪.কম, বিবিসি নিউজ বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলা নিউজ ২৪.কম, দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা, প্রথম আলো।

২০তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি'কস্তা

জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই ২০ জানুয়ারি যেদিন তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথা অনুভব করেছি। স্বর্গ থেকে আমাদের ও সবার জন্য আশীর্বাদ কর যেন একদিন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

ফাদার লিন্টু এফ কস্তা
ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৩/২৪

সাহায্যের আবেদন

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, রোদশী কস্তা, বয়স: ১৪ মাস, পিতা: বাপ্পী সায়েল কস্তা, মাতা: রিয়া ব্রিজেট এসেনশন, মারীরাবাদ ক্যাথলিক চার্চ, বোর্ণী, গ্রাম: পারবোর্ণী, পো:অ: জোনাইল, উপজেলা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর-এর খ্রিস্টভক্ত ও স্থায়ী বাসিন্দা। বর্তমানে সে অসুস্থ এবং খুবই জটিল রোগে আক্রান্ত। তার তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে হবে, অন্যথায় সে শ্রবণ ও বাক শক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। তার পরিবার, নিতান্তই অসহায়; রোদশী কস্তা তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান, সন্তানের চিকিৎসার খরচ সংগ্রহ বা ব্যবস্থা করা পরিবারের পক্ষে অসম্ভব। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুপারিশ করেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করাতে হবে। আপনাদের সকলের আন্তরিক ও আর্থিক সহযোগিতা পেলে পরিবারটিও উপকৃত হবে এবং তাদের মেয়েটি সুস্থতা লাভ করতে পারবে।

অতএব, আপনাদের নিকট বিনীত ও আকুল নিবেদন এবং অনুরোধ এই অসহায়, কোমল ও শিশু সন্তান রোদশী কস্তা-এর সুচিকিৎসার জন্য সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য ও প্রার্থনা করবেন। আমাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতায় এবং করুনাময় ঈশ্বরের কৃপায় সে সুস্থতা লাভ করুক। ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। ধন্যবাদ

ফাদার সুশান্ত ডি'কস্তা
পাল-পুরোহিত
মারীয়াবাদ ক্যাথলিক চার্চ
বোর্ণী জোনাইল, বড়াইগ্রাম
নাটোর।

Bappy Samuel Costa
Account number - 1471510081527
Dutch Bangla bank.
Swift coda-DBBLBDDH
Routing number - 090260555
Branch code -147.
Bkash Number - 01721105666

শিশু সমীক্ষা

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

একটি কাঙ্ক্ষিত শিশু পরিবারে সকল আত্মীয় স্বজনদের আনন্দ ও প্রত্যাশার ফল। মায়ের কোল জুড়ে এসে স্নেহ-মমতা, আদর-ভালোবাসা সবকিছুর অধিকারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তার বেড়ে উঠার যে দীর্ঘ পরিক্রমা এ সম্বন্ধে কতজন মা ও পরিবারের আত্মীয় স্বজন সচেতন। শিশুর কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, পছন্দ - অপছন্দ, ভালোলাগা, সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে, এগুলো বুঝে সে মত যত্ন ও পরিচর্যা প্রদানে সক্ষম, আগ্রহী ও প্রস্তুত কিনা সে বিষয়টিও চিন্তা করা প্রয়োজন। মিথুন জন নামে ৫-৬ বছরের একটি শিশুর ক্ষুদ্র জীবন পরিসরে সার্বিক দিক তুলে ধরে একটি সমীক্ষা প্রস্তুত করা হয়েছে। ভাষাগত শব্দ ভাণ্ডার সীমিত হলেও শিশুটিকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে সহজ সরল যে উত্তর পাওয়া গেছে তারই আলোকে পত্রস্থ করা হয়েছে একটি শিশু চিত্র।

মিথুনের সাথে সংলাপঃ শিশুদের বৈশিষ্ট্যে আছে তার মধ্যে খাওয়ার ব্যাপারে হয়তো বেশি আগ্রহী নয়তো অনীহা। তাই খাদ্যের বিষয়টি নিয়ে প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে দেয় যে, আমি সব খাদ্য পছন্দ করি তবে কেকই আমার প্রিয় খাদ্য। পর্যায়ক্রমে তাকে প্রশ্ন করা হয় - তুমি কোন খেলা এবং টেলিভিশনে কোন অনুষ্ঠান পছন্দ কর? উত্তরে সে বলে, আমি ফুটবল খেলা এবং টেলিভিশনে বিশেষ করে বল খেলা, নাচ,কার্টুন ছবি, ছায়া-ছন্দ, গানের অনুষ্ঠান, নাটক ইত্যাদি পছন্দ করি। মিথুনকে প্রশ্ন করা হয় তুমি কি বলতে পারবে টেলিভিশনে কখন কোন অনুষ্ঠান হয়? উত্তরে সে কোন প্রকার বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণ দেয় এ থেকে তার যে স্মৃতিশক্তি প্রখর তারই পরিচয় পাওয়া যায়। বাবা-মায়ের কাছে কোন কিছু চেয়ে না পেলে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সে বলে তার খুব দুঃখ হয় এবং কাঁদে। রাত ১০.৩০ মিনিটের পূর্বে সে ঘুমাতে যায় না। এত রাত পর্যন্ত সে কি করে জানতে চেয়ে উত্তর এল-আমি মা-বাবার সাথে টেলিভিশন দেখি, বই পড়ি এবং গল্প শুনি। অবশ্য বাবা- মার সাথে আবার ভোর ৫টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠি। লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে সে বাসায় বাবা মায়ের সহায়তায় ইংরেজী ও বাংলা অক্ষর চিনতেও লিখতে শিখেছে। এখানে বলা প্রয়োজন, এক পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তুমি যেদিন লেখা-পড়া কর না, সেদিন বাসায় কেউ বকা দেয় কিনা? উওরটি অনুরূপ; বাবা আমাকে মারে না তবে আমার খাওয়া বন্ধ করে দিবে বললে আমি বাবার কাছে ক্ষমা চাই এবং এমন আর হবে না প্রতিজ্ঞা করি। বাবা তখন বলে মনে থাকে যেন। মিথুন নিজের এবং বাবার নাম লিখতে শিখেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি যদি হারিয়ে যাও তাহলে বাসায় একা ফিরে আসত পারবে তো? সে সাহসের সাথে বাসার ঠিকানা এবং ফিরে আসার রাস্তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে অল্প বয়সেও সে অনেক কিছু শিখে নিয়েছে তার পরিচয় দিল। পারিবারিক প্রার্থনা এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা সম্বন্ধে এক প্রশ্নে মিথুনের উত্তর - আমি খাওয়ার পূর্বে যে প্রার্থনা করি; হে প্রভু- তুমি খাওয়া দিয়েছ এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এ খাদ্য খেয়ে আমি যেন বলশক্তি পাই। ভাণ্ডার পূর্ণ কর, গরীর দুঃখীকে খাদ্য দিয়ে প্রতিপালন কর - এই প্রার্থনা করি - আমেন। রাতের প্রার্থনা হল- 'হে যিশু তুমি সারাদিন আমাদের কত সুন্দর ভাবে রক্ষা করেছো সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এই রাতের বেলা সবাইকে রক্ষা কর। আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিদ্যা দান কর। বাবাকে ভাল একটি কাজ দাও। সকলকে সুস্থ ও ভাল রাখ - এই প্রার্থনা করি - আমেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে সান্ধ্য প্রার্থনায় মিথুন অত্যন্ত মনোযোগী এবং একাগ্র মনে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। সে ভাল জানে প্রার্থনা ঠিকমত না করলে মা-বাবা বকা দিবে এবং যিশু ভালোবাসবে না।

যেকোন শিশুর গঠন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। হেসে খেলে, সকলের আদর ভালোবাসায় আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক; নেতা এবং আদর্শ সমাজ সেবকের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পারে। তবে এর পিছনে পিতা-মাতাও অত্যন্ত কাছের মানুষদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আদর স্নেহের সাথে অপরাধ করলে তার শাস্তি এ সবের মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন উৎসাহ, প্রশংসা এবং মনের সব জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর প্রদান এবং সঠিক নির্দেশনা দেওয়া। আর এসব বিষয় যদি সচেতন ভাবে একটি শিশুকে প্রদান করা যায় তাহলে কোন শিশুই পরিবারে অনাকাঙ্ক্ষিত না হয়ে বরং কাঙ্ক্ষিত ফল বা বংশের অলংকার হিসেবে পরিচয় বহনে সক্ষম হবে॥

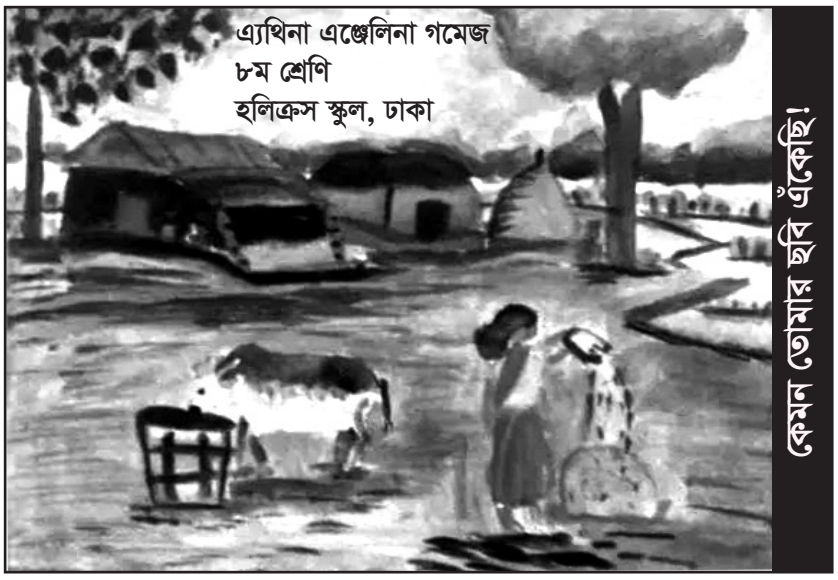

এ্যথিনা এঞ্জেলিনা গমেজ
৮ম শ্রেণি
হলিক্রস স্কুল, ঢাকা

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রার্থনা সপ্তাহের হৃদয়ে রয়েছে ঈশ্বর ও প্রতিবেশির প্রতি ভালোবাসা

উত্তম সামারীয় উপমা কাহিনীটি দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বছরের খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ আমন্ত্রণ জানায় ঈশ্বর ও প্রতিবেশির ভালোবাসার জন্য।

বিগত ৫০ বছরের আগে থেকেই কাথলিক মণ্ডলী অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হয়ে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করে আসছে। প্রতিবছর জানুয়ারির ১৮ তারিখে ঐক্য প্রার্থনা শুরু হয় যার শেষটা সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর্বদিনে অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি; খ্রিস্টতে বিশ্বাসী মণ্ডলীসমূহ ও মাণ্ডলিক সমাজে ঐক্যের জন্য প্রার্থনা সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার আন্তঃমাণ্ডলিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক সেক্রেটারিয়েট বিশ্ব চার্চ পরিষদের সাথে বার্ষিক প্রার্থনা সপ্তাহের জন্য কাজ করা শুরু করে। কিছু বছর পর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় আন্তঃমাণ্ডলিক দলগুলো প্রথমবারের মতো প্রার্থনা সপ্তাহের প্রয়োজনীয় সহায়ক উপাদান বের করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এ বছরের ঐক্য প্রার্থনা সপ্তাহের মূলভাব হলো : 'তুমি তোমার ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসবে' - উত্তম সামারীয়ের দৃষ্টান্তের উপর আলোকপাত করেই এ শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়। এ বছরের প্রার্থনা সপ্তাহের বিভিন্ন সহায়িকা প্রস্তুত করেছে বুরকিনা ফাসোর আন্তঃমাণ্ডলিক দল।

একটি নির্যাতিত খ্রিস্টীয় সমাজঃ খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক ডিকাস্টারির পশ্চিম অংশের প্রধান মন্সিনিয়র জুয়ান উসমা গোমেজ বলেন, খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ নামে আখ্যায়িত সপ্তাহটিতে আমরা প্রার্থনা করি ঐক্যের জন্য যা স্থানীয় একটি সমাজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। আর সে সমাজটি পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের বুরকিনা ফাসোর খ্রিস্টান সমাজ যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৪ ভাগ ইসলাম ও শতকরা ৯ ভাগ মানুষ ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকান ধর্মের অনুসারী। এ বছর একটি আফ্রিকান, নির্যাতিত, প্রতিকূল পরিবেশের সংখ্যালঘু সমাজ 'বুরকিনা ফাসো' খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রার্থনা প্রস্তুত করেছে। বুরকিনা ফাসো চরম নির্যাতন, সহিংসতা এবং আন্তঃমাণ্ডলিক জটিল অবস্থার মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। মন্সিনিয়র গোমেজ জানান, এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, একটি নির্যাতিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ভালোবাসার জন্য, আমাদের প্রতিবেশিকে ভালোবাসতে, যারা আমাদের পাশাপাশি আছে তাদের সবাইকে ভালোবাসতে।

মণ্ডলীর পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেঃ মন্সিনিয়র গোমেজ ব্যাখা করে বলেন, বাইবেলের উত্তম সামারীয়ের ঘটনাটি বেছে নিয়ে আয়োজকরা আফ্রিকানরা কিভাবে জীবনযাপন করে বা কিভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করে শুধু তাই তুলে ধরতে চাননি। কিন্তু মণ্ডলীর পিতৃপুরুষদের চিন্তার সাথে অনেককে একাত্ম করতে চেয়েছেন। মণ্ডলীর পিতৃগণ বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের ব্যাখ্যা করে বাইবেল পাঠ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেন। উদাহরণস্বরূপ উত্তম সামারীয় যিশুর প্রতিনিধিত্ব করে; দস্যুদের দ্বারা আহত ও পরে মৃত ব্যক্তি আদমের বা মানবের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যাবপাত্র মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করে। তাই মণ্ডলীকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী বিবেচনা না করে সকল মানুষের প্রতিই প্রেমময় যত্নশীল হবার চেষ্টা করতে হবে।

গাজার খ্রিস্টানদের বাড়ি নেই, জল নেই এমনকি বিদুৎও নেই

-প্যাট্রিয়ার্ক পিজ্জাবাল্লা

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে ল্যাটিন প্যাট্রিয়ার্ক কার্ডিনাল পিয়েরবাতিস্তা পিজ্জাবাল্লা পোপ মহোদয়ের সাথে দেখা করে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পর প্যাট্রিয়ার্ক পিজ্জাবাল্লা সাংবাদিকদের জানান, তারা পুণ্যভূমি ও গাজায় খ্রিস্টানদের মানবিক অবস্থা এবং একইসাথে ঐ অঞ্চলে সংলাপের অবস্থা ও শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। সাংবাদিকদের গাজায় খ্রিস্টানেরা কেমন আছেন এমন প্রশ্নের উত্তরে প্যাট্রিয়ার্ক বলেন, পৃথিবীর অন্যস্থানে খ্রিস্টানেরা যেমন আছে তেমনই তারা। গাজায় খ্রিস্টানেরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। গাজার জনগণ যে কঠিন সংকটে আছে খ্রিস্টানেরাও তা মোকাবেলা করছেন। এ বিভক্তির সময়ে খ্রিস্টানেরা কোন পক্ষ অবলম্বন করবে তা নির্ধারণ করা সহজ নয়। প্যাট্রিয়ার্ক নিয়মিতভাবে কাথলিক ধর্মপল্লীগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখছেন। উত্তর অংশে কম যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলছে দক্ষিণে। যেটি এখন এমন এলাকা যেখানে বাড়ি নেই, জল নেই, বিদুৎ নেই; বাস্তবিকভাবে কিছুই নেই। ভয়াবহ দারিদ্র থাকলেও নেই কোন সাহায্য প্রতিষ্ঠান।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট রোজারিও

জন্ম : ০২-১১-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১৪-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

উত্তর গোসাইপুর, সুইহারী দিনাজপুর

বাপ্পি ও বাপ্পি, দেখতে দেখতে কেটে গেল ১১টি বছর তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ সেই না ফেরার দেশে। আর তোমাকে ডাকতে পারবো না বাপ্পি বাপ্পি বলে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তুমি জীবিতকালে তোমার সৎকর্মগুণে রয়েছ প্রভুর সেই আনন্দ আশ্রমে স্বর্গধামে। আজ এই বড়দিন উৎসবে ও তোমার এগারোতম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাকে আমরা হৃদয়ভরে স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা অপরের সেবায় মিলেমিশে এক হয়ে শান্তিতে ও তোমার আদর্শে চলতে পারি। পরম করুণাময় প্রভুর নিকট তোমার জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্বদা তোমাকে তাঁর পাশে স্থান দেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : দ্বীপালী রোজারিও

ছেলে ও মেয়ে : চন্দন, প্রিন্স, ক্লিন্টন ও ঊর্মী রোজারিও

ছেলে বৌ : নিপা গমেজ ও প্রিয়াংকা দাস

ভাতিজা ও ভাতিজা বউ : নির্মল ও প্রমা রোজারিও

নাতি ও নাতনী : অপূর্ব, অর্পা, অর্ণ, স্কারলেট, স্কাইলার, অরোর ও স্টুয়ার্ট রোজারিও

পিসি : প্রয়াত সিস্টার আসন্তা রোজারিও

ভাস্তিঃ সিস্টার সীমা রোজারিও

ও সকল আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/১২/২৪

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে গাব্রিয়েল সম্প্রদায়ের ব্রাদারগণ

বেনেডিক্ট ▯ ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সকালে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিকল্পনা নিয়ে জায়গা পরিদর্শনে আসেন ভারতের রাচি প্রদেশের গাব্রিয়েল সম্প্রদায়ের প্রভিন্সিয়াল ব্রাদার বিজয় সহ আরো ৬ জন ব্রাদার। সকলকে ফুলের মালা এবং পাহাড়িয়া নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও সকলের সাথে ব্রাদারদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাদের এ ধর্মপল্লীতে আশার উদ্দেশ্য বলেন।

ব্রাদার বিজয় বলেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদেরকে অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায়কে আপনাদের মাঝে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমাদের প্রধান কাজ হলো শিক্ষা বিষয়ক আর বাংলাদেশে আমাদের কোনো স্কুল বা কলেজ নেই তাই আমরা এইখান থেকেই আমাদের এই কার্যক্রম শুরু করতে চাই। ফাদার প্রেমু আবারও ব্রাদারদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং তাদের লক্ষ্য সফলের জন্য প্রার্থনা করেন॥

শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী ভূতাহারায় ডিকন প্রার্থীদের নির্জন

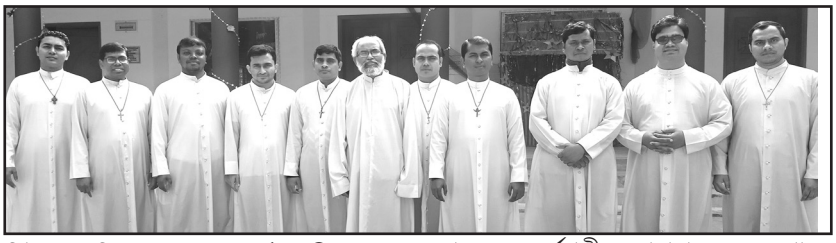

পিটার ডেভিড পালমা ▯ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হবার মানসে এ বছর ১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ১০জন ভাই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী ভূতাহারায় এক সপ্তাহের নির্জন ধ্যানে অংশগ্রহণ করেন। নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর শিক্ষক ও শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী এর পাল-পুরোহিত ফাদার লুইস সুশীল পেরেরা। ১ জানুয়ারি রাতে শুরু হয়ে ৭ জানুয়ারি দুপুর পর্যন্ত পবিত্র খ্রিস্টযাগ, পবিত্র ঘন্টা, ক্লাস, পবিত্র বাইবেল পাঠ, জপমালা প্রার্থনা, ক্রুশের পথ ও ধ্যান-প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ১০জন ভাই নিজেদের প্রস্তুত করেন।

অংশগ্রহণকারী সেমিনারীয়ানগণ হলেন অমিত গমেজ (ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ), লুক বাড়ৈ ও সুবাস ফলিয়া, বার্নাবাস মন্ডল (বরিশাল ধর্মপ্রদেশে), সাগর তপ্ন, বিনেস তিগ্যা, মুকুট বিশ্বাস, ব্লেইস কস্তা, শেখর কস্তা ও ডেভিড পালমা (রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ)॥

পবিত্র আত্ম উচ্চ সেমিনারীতে শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার উদ্বোধন

সোহাগ ইম্মানুয়েল রোজারিও ▯ নতুন আশা, উদ্দীপনা এবং স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে বিগত ৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার; পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ২য় সেমিস্টার উদ্বোধন করা হয়। সেমিস্টারের এই উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সেমিনারীর অধ্যাপক ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপকগণ, বিভিন্ন গঠন গৃহের পরিচালক ও সেমিনারীয়ান ও ব্রাদারগণ।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে এই সেমিস্টারে যোগদানকারী দু'জন নবাগত অধ্যাপক ফাদার শিপন পিটার রিবেরু এবং ফাদার কোমল খানকে ফুলের তোড়া ও গানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়া হয়। অতঃপর শোভাযাত্রার মাধ্যমে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের বাণী সহভাগিতায় প্রথমে ফাদার মিন্টু পালমা বড়দিনের আনন্দ সহভাগিতা করেন। এরপর তিনি বলেন বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার মান আরো কিভাবে বাড়ানো যায় যেন ভবিষ্যৎ যাজকদের যাজকীয় জীবনে কোনরূপ বাঁধার সম্মুখীন হতে না হয়। যেহেতু (২০২৩-২০২৪) শিক্ষাবর্ষটি হলো পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর রজত জয়ন্তী বর্ষ; তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেমিনারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে বিগত পঞ্চাশটি বছরে এই সেমিনারী প্রায় ৪৪০ জন যাজক তৈরীর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে বিশেষ অবদান রেখেছে। খ্রিস্টযাগের পর সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজ সব কিছুর জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং নতুন বছরে নতুন উদ্যম পথ চলার জন্য আহ্বান করেন। তারপর জলযোগের পর যথারীতি ক্লাস আরম্ভ হয়॥

অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মেরিল্যান্ডে আন্তঃধর্মীয় বড়দিন উদ্‌যাপন

সুবীর কাস্মীর পেরেরা ▯ ধর্ম যার যার, উৎসব সবার এমন চেতনার বিশ্বাসে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরাম গত ২৬ ডিসেম্বর সর্ব ধর্মের মানুষদের নিয়ে আন্তঃধর্মীয় বড়দিন উদ্‌যাপন করে। রস্কো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। মেট্রো ওয়াশিংটন এলাকার দুই শতাধিক চার ধর্মাবলম্বীর মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন।

বিপুল এলিট গনছালভেস ও কাঁকন রোজারিও'র উপস্থাপনায় শুরুতে চার ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন ফাদার তিয়াস গমেজ সিএসসি, প্রণব বড়ুয়া, তিলক কর ও সরকার কবিরুদ্দিন। বড়দিনের উপর সহভাগিতা করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব ও নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান, অভিনেতা কল্যাণ কোড়াইয়া। এর পর একে একে বড়দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করেন উপস্থিত সকলে। সাংস্কৃতিক পর্বে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন মেট্রো ওয়াশিংটনের জনপ্রিয় নাচের স্কুল সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের নৃত্যশিল্পী। বিসিএ তরুণ দল, বাকার সদস্য এবং উপস্থিত অতিথিরা একত্রে বড়দিনের কীর্তনে যোগ দেন। কীর্তন শেষে শিশু-কিশোরদের উপস্থিতিতে বড়দিনের কেক কাটেন লায়লা হাসান। অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনআরবি কানেক্ট টিভির আরিফ, সময় টিভির দস্তগীর জাহাঙ্গীর, নিউজ বাংলা ও প্রথম আলো। ফোটো ও ভিডিওগ্রাফিতে বৈশাখী ডালাস (অরূপ), সাউন্ড লিংকন ফার্নান্ডেজ। অনুষ্ঠান সফল করতে যারা আর্থিক ও শ্রম দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

VACANCY ANNOUNCEMENT

SIL International Bangladesh

SIL, an international, faith-based NGO that helps ethnic language communities achieve their development goals with global innovations, invites applications from interested and eligible candidates for the following positions:

1. Position: Team Leader—Language, Research & Training (1 position, Dhaka-based)

Job Nature: Regular (Renewable)

Minimum Requirements and Qualifications:

Education:Master's in any relevant discipline. Preferred in Linguistics, English, Bangla or Education.Job Experience: At least 3 years of working experience in team management, training, facilitation & consultancy.

Key Responsibilities:

Team Management, Training & Facilitation, Language Development, Planning and Budgeting, Consultancy, Partnership and Networking, Report Writing, etc.

Salary: BDT 50,000–55,000 plus other benefits (Provident Fund, Gratuity, Group Insurance) as per the guidelines of the organization.

2. Position: Manager—Monitoring & Evaluation (1 position, Dhaka-based)

Job Nature: Regular (Renewable)

Minimum Requirements and Qualifications:

Education: Master's in any relevant discipline. Preferred in Development Studies, Social Science, Statistics or Project Management.

Job Experience: At least 3 years' proven working experience in project design implementation and Monitoring & Evaluation.

Key Responsibilities:

Project monitoring and evaluation, develop and implement monitoring systems, progress tracking, support project design, coordinate monitoring processes, strengthen accountability systems, ensure and implement complaint feedback, build staff capacity and community leadership, effective communication with program leads, etc.

Salary: BDT 50,000–55,000 plus other benefits (Provident Fund, Gratuity, Group Insurance) as per the guidelines of the organization.

3. Position: Research Officer (1 position, Dhaka-based)

Job Nature: Regular (Renewable)

Minimum Requirements and Qualifications:

Education: Master's in any discipline.

Job Experience: At least 1 year of working experience is preferred in the research or survey work.

Key Responsibilities:

Implement the research plan, ensure the required data collection, data compilation, prepare questionnaires and research methodologies, assist in writing the report, check the data collection process and quality, maintain and ensure the equipment and logistics of the research work, etc.

Salary: BDT 40,000-45,000 plus other benefits (Provident Fund, Gratuity, Group Insurance) as per the guidelines of the organization.

All of these positions require a strong command of English, and the age limit to apply is 40 years.

For further details, please visit our official website: http://www.silbangladesh.org/.

Apply Instruction:

If you are interested and meet the criteria, please send your application to the HR Manager with your Curriculum Vitae, including a passport-size photograph, at SIL International Bangladesh, House 974 (6th floor), Road 15, Avenue 2, Mirpur DOHS, Dhaka 1216, or email at bangladesh_hr@sil.org on or before February 8, 2024. Please write the name of the position in the subject line of your email or at the top of the envelope. Only short-listed candidates will be contacted. Any personal persuasion or contact will be treated as disqualification.

বিজ্ঞ/১৩/২৪

মহাপ্রয়াণের ১৫তম বছর

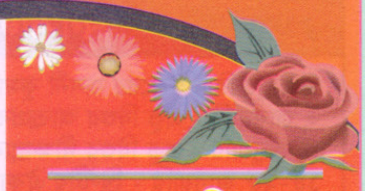

মঞ্জু রোজমেরী গমেজ

জন্ম : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৮ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

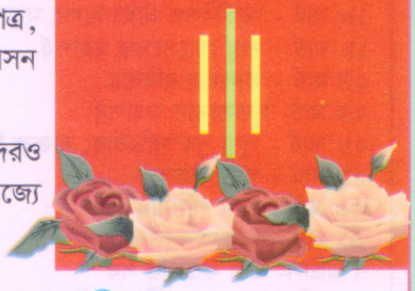

পনেরটি বছর হলো সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, প্রার্থনাস্থল। মনে হয় এইতো তুমি আছ আমাদের সবার অন্তর জুড়ে, হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তুমি যে রেখে গেছ সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের আসবাবপত্র, থরে থরে রাখা কাপড়গুলো, রান্নাঘরের বাসন-কোসন তোমারই স্নেহমাখা সুখ-স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত আবেদন-'দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত শান্তি'। আমাদেরও আশীর্বাদ করো আমরা যেন সবাই এ পৃথিবীতে পবিত্র জীবনযাপন করে তোমার পথে পরম রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন,

স্বামী : জ্যোতি গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : মানিক-সারা
নাতিন : এভারলি গমেজ
জামাই ও মেয়ে : অসীম ও মুক্তা গমেজ, বিভাস ও হীরা গমেজ
জামাই ও ভাইজি : সুবাস ও নিতা গমেজ
নাতনী (মেয়ের পক্ষে) : জেনিফার, মাথিল্ডা
নাতি ও নাতনী (ভাইজির পক্ষে) : শুভ্র, সাইনী ও শুভন
বোন : সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ

বিজ্ঞ-১১/২৪

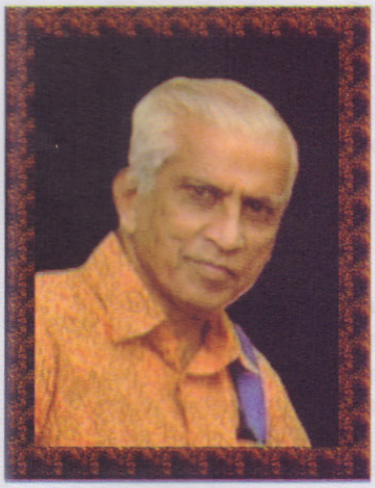

In Loving Memory of...

Late DENIS VINCENT

BORN: NOVEMBER 01, 1936
DEATH: JANUARY 13, 2023
SHUMUSTI BARI
MOLASHIKANDA, DHAKA.

Our lives go on without you
But nothing is the same
We have to hide our heartache
When someone speaks your name
Sad are the hearts that love you
Silent are the tears that fall
Living without you is the hardest part of all,
You did so many things for us
Your heart was so kind and true
And when we needed someone
We could always count on you
The special years will not return
When we are all together
But with the love in our hearts
You walk with us forever...

ON BEHALF OF BEREAVED FAMILY
RAJU VINCENT (SON)
TEXAS, USA.

বিজ্ঞ-১৪/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 02
Regd. No. DA-33
❖ 21 - 27 January, 2024, ৭ - ১৩ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২৪

১ জানুয়ারি - ঈশ্বরের জননী কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তি দিবস
২ জানুয়ারি - প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
৯ জানুয়ারি - প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব
১৮-২৫ জানুয়ারি - খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ
২১ জানুয়ারি - ঐশ বাণী রবিবার (বাইবেল দিবস)
২৫ জানুয়ারি - সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর্ব
৩০ জানুয়ারি - পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস
২ ফেব্রুয়ারি - প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি - বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব
১৪ ফেব্রুয়ারি - ভস্ম বুধবার
১০ মার্চ - কারিতাস দিবস
১৮ মার্চ - আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ মার্চ - সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৪ মার্চ - তালপত্র রবিবার
২৫ মার্চ- দূতসংবাদ মহাপর্ব
২৮ মার্চ - পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
২৯ মার্চ - পুণ্য শুক্রবার
৩০ মার্চ - পুণ্য শনিবার
৩১ মার্চ -পুনরুত্থান দিবস
৭ এপ্রিল- ঐশ করুণার পর্ব
২১ এপ্রিল - আহ্বান দিবস, উত্তম মেষপালক রবিবার
১২ মে - প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
১৩ মে - ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
১৯ মে - পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
২৬ মে- পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
২ জুন - প্রভুর পুণ্য দেহ ও রক্তের মহাপর্ব
৭ জুন - যিশুর পবিত্র হৃদয়ের মহাপর্ব
৮ জুন - মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের পর্ব
২৪ জুন - দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব পর্ব
৪ আগস্ট - সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের পর্ব
৬ আগস্ট - যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৮ আগস্ট - কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২ সেপ্টেম্বর - আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর - কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর - কুমারী মারীয়ার জন্ম উৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর - পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
১৫ সেপ্টেম্বর - শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস
২৭ সেপ্টেম্বর - সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর - মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল ও গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর - ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর - রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ অক্টোবর - আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব ও বিশ্ব শিশু দিবস
৭ অক্টোবর - জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
২৪ অক্টোবর - বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
১ নভেম্বর - নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহা পর্ব
২ নভেম্বর - পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ নভেম্বর - লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
২৪ নভেম্বর - খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
১ ডিসেম্বর - আগমন কালের প্রথম রবিবার
৮ ডিসেম্বর - অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
২৫ ডিসেম্বর- শুভ বড়দিন
২৯ ডিসেম্বর- পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে দিবসসমূহ - ২০২৪

১৪ ফেব্রুয়ারি- পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ- নারী দিবস
১৭ মার্চ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন
২২ মার্চ- বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ- বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
২৬ মার্চ- মহান স্বাধীনতা দিবস
৭ এপ্রিল- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১০ এপ্রিল - ঈদ-উল-ফিতর
১৪ এপ্রিল- বাংলা নববর্ষ
২২ এপ্রিল- বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২৩ এপ্রিল- বিশ্ব বই দিবস
১ মে- আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে- বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৭ মে- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
৮ মে- মা দিবস
১২ মে- আন্তর্জাতিক নার্স দিবস
১৫ মে- আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে- জাতীয় কবি কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৬ জুন- বাবা দিবস
১৭ জুন - ঈদ-উল-আযহা
২০ জুন- বিশ্ব উদ্ধাস্তু দিবস
২৬ জুন- মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
৬ জুলাই- আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
১১ জুলাই- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
১৭ জুলাই- মহরম (আশুরা)
১ আগস্ট- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
৪ আগস্ট- বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট- বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট- আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ আগস্ট- জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
২৬ আগস্ট- জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
১৬ সেপ্টেম্বর - ঈদ-ই-মিলাদুনবী
১ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৩ অক্টোবর- বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)
৪ অক্টোবর- বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
৫ অক্টোবর- বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১০ অক্টোবর- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর- বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরিকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর- জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর- বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ ডিসেম্বর- বিজয় দিবস

[বিদ্রঃ ফেব্রুয়ারি মাসে পরিবার এবং ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে তপস্যাকালীন বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করা হবে। তাই নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- তে বিশেষ দিবসটির সংখ্যা এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।]

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org